Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিচিত বিপ্লবী সূত্রগুলোকে অর্থহীন জপমন্ত্রের মত মুখস্থ করে আউড়ে চলা এবং প্রতিপদে বাস্তব পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে বৈপ্লবিক সংগ্রামের নামে অতি বামপন্থার দিকে গিয়ে আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়ার যে প্রবণতা তারই নাম ডগ্‌মাটিজম-সেক্‌টারিয়ানিজম।

—ত্রিদিব চৌধুরী

গণবার্তা

সূচি.........

সূচি	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
রাজ্যের শাসকদল দুর্বৃত্তদের দখলে	১
দেশে-বিদেশে	২
তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি'র পরিবর্ত নয়	৩
নিমতৌড়িতে মিছিল ও পথসভা	৪
দেউচা-পাঁচামি কয়লাখনি প্রকল্প	৪
আর ওয়াই এফ রাজ্য কাউন্সিল	৫
ভরতপুরে আরএসপি'র বিক্ষোভসভা	৫
বিপ্লবী প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী	৭

70th Year 19th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 30th July & 6th Aug 2022 [Joint Issue]

সম্পাদকীয়

অতলস্পর্শী দুর্নীতি বনাম জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি

পার্থ-অর্পিতা কাণ্ড নিয়ে বাজার সরগরমের মধ্যেই এই অতলস্পর্শী দুর্নীতির ওপর ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর দলের সঙ্গে দরকষাকষি করতে যাচ্ছেন কিনা সে ধরনের একটা প্রশ্ন জনমানসে ছায়াবিস্তার করেছে। রাজ্যব্যাপী, শুধুমাত্র চাকরি প্রার্থীরাই নন এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ছাত্র, শিক্ষক, মহিলা সহ রাজ্যের নাগরিক সমাজ। অনেক ক্ষেত্রেই বামপন্থী দল সহ কংগ্রেসও প্রতিবাদে সোচ্চার।

এই শোরগোলের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিসমূহ এবং সেই সব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সর্বসাধারণ্যে দানধ্যানের 'পপুলিস্ট রাজনীতি' নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যেসব তথাকথিত 'মার্কসবাদী' পণ্ডিতকুল বিভিন্ন সারগর্ভ প্রবন্ধে জনপ্রিয়তাবাদের ইতিবাচক দিকের উল্লেখ করে এর মধ্যে নয়াউদারবাদ বিরোধী উপাদান আছে বলে আবিষ্কার করেছেন তাঁরা আজ প্রস্তর শিলার মতো শীতল এবং নীরব।

একটু কান পাতলেই শোনা যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারের বাগাড়ম্বর, হাওয়াই চটি পরিহিত 'তথাকথিত' সর্বজনীন 'দিদির' আত্মরতি ও অগুনতি উৎসবের পাশাপাশি পপুলিস্ট রাজনীতির উৎসই কি পার্থ সঙ্গিনীর মতো অজস্র তৃণমূল বান্ধবীর লুক্কায়িত গর্ভগৃহের হাজার হাজার কোটি টাকার গুপ্তধন?

শুধু তাই নয়, আহার বিহার মূল্যবান গাড়িতে কাজে অকাজে ঘুরে বেড়ানো, মানসিক ও দেহজ বাসনার বিষয়ের ও বিলাসপণ্যের অপার বিস্তার, অজস্র মূল্যবান ভোগ্যবস্তুর যথেচ্ছ ব্যবহার—আজ তৃণমূল কংগ্রেসের নীচু থেকে উচ্চতম স্তরের নেতা কর্মীদের স্বাভাবিক আচরণ। একদিকে বঞ্চনা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাব, তার সঙ্গে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক দানধ্যানের অংশ থেকে কাটমানি নেওয়ার শাসন। সমস্ত দুর্বৃত্ত পরিসরটা জুড়েই এরাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'র দাপাদাপি।

স্বভাবতই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক সমাজ ও অর্থনীতিবিদদের মধ্য থেকে প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রিক এই পপুলিস্ট রাজনীতি কি গাছের গোড়া কেটে পাতায় জল ঢালার মতো ব্যবস্থা নয়? রাষ্ট্র বিভিন্ন গণউন্নয়নের প্রকল্পে যে সুসংহত প্রক্রিয়ার অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে, সেটা কি অর্থের অপচয় নয়?

এতদিন বামপন্থীরা বলে আসছিলেন, এই পপুলিস্ট রাজনীতি আসলে দিশাহীন রিলিফের অর্থনীতির আড়ালে লগ্নি পুঁজির আধিপত্যে প্রকৃতি ও মানুষের রক্তমাংস নিংড়ে মুনাফা লুণ্ঠন। জনসমক্ষে সাময়িক মোহ নির্মাণ করে তাঁদের সর্বস্বান্ত করা।

আশার কথা শীর্ষ আদালত এই বিষয়টিকে সমধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ শুরু করেছে। শীর্ষ আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীদের নিয়ে এইসব বিষয় পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন এতে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের থাকা কি যুক্তিযুক্ত? প্রধান বিচারপতি এন ভি রামনা স্পষ্ট স্বরে ঘোষণা করেছেন, আদালত এ বিষয়ে কোনো পরামর্শ দিতে দায়বদ্ধ নন। তবে নীতি আয়োগ, অর্থ কমিশন, আইন কমিশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং অবশ্যই রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের নির্দিষ্ট অভিমুখ পেশ করা প্রয়োজন। সম্ভবত অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই এই 'পপুলিজমের' বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইবে তথাপিও, সংসদে বিষয়টি উত্থাপিত হওয়া আবশ্যক বলে মনে করেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে যতই শোরগোল হোক, একাধারে রাজনৈতিক দল সহ সমগ্র সমাজের আদর্শহীনতার ব্যাপ্তির পাশাপাশি দারিদ্র এবং ধনবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য বাড়ছে, ততই জনকল্যাণ এবং সংবিধানের নির্দেশিকার অনুসরণে বৈষম্য হ্রাসের বাহানায় এই পপুলিজম সমাজে চেপে বসছে। অবক্ষয় দুর্নীতির বৈষম্যের মাঝে এই রিলিফের রাজনীতি জায়গা করে নিয়েছে।

এই বাস্তবতা মেনে নিয়েই বামপন্থীদের পঞ্চায়েত পৌরসভার নিম্নতম স্তর থেকে শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিষেবা বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক অধিকার যে কারও ভিক্ষার দান নয়, সেই বিষয়টি তুলে ধরেই জনপ্রিয় রাজনীতির নয়াউদারবাদী শ্রেণি চরিত্রের মুখোশ খুলে দিতে হবে।

এভাবেই দুর্নীতির উৎস এবং পপুলিস্ট রাজনীতির যোগসাজশ নগ্ন করে গণসংগ্রাম ও শ্রেণিসংগ্রাম তীব্র করাই একমাত্র বিকল্প।

রাজ্যের শাসকদল তস্কর ও দুর্বৃত্তদের দখলে

ঐক্যবদ্ধ বামপন্থীরাই এমন অবস্থার নিরসন করতে পারে

অনৈতিকতার চরম বিকাশ

নামটা লিখতেও ঘৃণা হয়, বিবমিষার উদ্রেক হয়। এই পুঙ্গবটি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই রাজ্যের শিক্ষাজগতকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একে মাননীয় মন্ত্রী বলে আখ্যায়িত করাটাও রুচি বিরুদ্ধ। এই মানুষটি শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি শাস্ত্রে পি এইচ ডি উপাধিতে নিজেকে ভূষিত করেন। জনৈক ভুঁইমালির তত্ত্বাবধানে একবারও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পদার্পণ না করেই অন্যান্য বহু বিদ্বানের লেখা বিলকুল নকল করে পি এইচ ডি থিসিস দাখিল করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসে কুলায় নি যে, তাঁর নির্দেশ উপেক্ষা করে প্রশ্ন করেন যে, তিনি কবে কোথা থেকে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করেছেন। তিনিই তো উদ্ধত উচ্চারণ করেছিলেন যে, মাস মাইনের টাকা তিনি দেন, অতএব তাঁর কথাই চূড়ান্ত। আবার এ কথাও নাকি এই ব্যক্তিটি বলেছিলেন যে, তার প্রয়াত মা'র ইচ্ছা ছিল পুত্র ডক্টরেট হোক্। সেই ইচ্ছাপূরণের জন্যই সে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেছেন। যেই অধ্যাপক পুঙ্গবটি তার ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন তাঁকে অবশ্য রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে বসিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন এই বহুচর্চিত ব্যক্তিটি।

এমন দুর্নীতির কথা কি 'সুপ্রিমো' জানতেন না? একবারের জন্যও তো একদা ভুয়ো ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত তৃণমূল কংগ্রেস মালকিন কি বলেছিলেন যে, এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সম্মানহানি করাটা অনৈতিক! তাঁর কিছু মনে না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া, এমন ডক্টরেট হলে তো আর পঁচাত্তর শতাংশ কাটমানির ভাগ দেবার প্রশ্ন আসে না। জঘন্য অনৈতিকতার আশ্রয়গ্রহণ করা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তিই শিক্ষামন্ত্রী পদেই বহাল তবিয়তে দীর্ঘকাল স্থিত রয়েছে। এবারের তদন্তে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে অন্ততপক্ষে পাঁচজন বান্ধবীর সন্ধান পেয়ে। তাদের অনেকের কাছেই অঢেল টাকা। একজনের কাছে বান্ডিল বান্ডিল টাকার ছবি দেখে সারা দেশ স্তম্ভিত।

বাংলায় স্কুল সার্ভিস কমিশন বা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, কলেজ সার্ভিস কমিশন সবকিছুই তো 'সুপ্রিমো'র নির্দেশ অনুযায়ী তৃণমূলী দুর্বৃত্তদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে চলেছে। তিনি অর্থাৎ, সুপ্রিমোর নির্দেশ উপেক্ষা করার কোনও দুঃসাহস কেউ দেখায় নি বা দেখানোর চেষ্টাও করে নি। সুতরাং, এই সব সংস্থাগুলি মারফৎ যতজন শিক্ষক বা অধ্যাপক নিয়োগ হয়েছে তার সংখ্যা যতই কম বেশি হোক্, সবকিছুই তো তাঁর জ্ঞাতসারেই হয়েছে। যদি কোনও অনিয়ম হয়ে থাকে তা না জানার কোনও সঙ্গত কারণই নেই। সবটাই তিনি জানতেন।

এ প্রসঙ্গে নেহাৎ অপরিপক্ব মানসিকতার ব্যক্তিরাই সন্দেহ পোষণ করতে পারেন। ন্যূনতম জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন কেউই কোনও ভ্রান্তির কবলে পড়বেন না। সেই ব্যক্তিটির আমলে এস এস সি বা টেট উত্তীর্ণ হাজার হাজার যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পদপ্রার্থীদের অক্লেশে বঞ্চিত করে বিপুল পরিমাণে অর্থ কিংবা অন্য কোনও সুবিধা আদায়ের বিনিময়ে অযোগ্যদের শিক্ষকপদে নিযুক্ত করা হয়েছে। যাঁরা শিক্ষক হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন সেইসব যুবক যুবতীরা বারংবার প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। কলকাতার রাজপথে বা গান্ধিমূর্তির পাদদেশে সমবেত প্রতিবাদী ধর্নায় দিনের পর দিন ক্লেশ স্বীকার করেছেন। নিযুক্তির প্যানেলে যে ভয়ঙ্কর বেনিয়ম হয়েছে, যোগ্যদের বাদ দিয়ে যে অকৃতকার্যদের অর্থ বা যৌন সুবিধার বিনিময়ে চাকুরি দেওয়া হয়েছে তা সোচ্চারে জানিয়ে এসেছেন বঞ্চিতরা। রাতারাতি তো আর তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টে যাননি। ২০১২ সাল থেকেই এমন অনৈতিকতা চলেছে।

তৃণমূল 'সুপ্রিমো' এত ন্যক্কারজনক দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসার পর প্রথম দু'দিন কোনও মন্তব্য করেননি। এমন বিশাল পরিমাণে পাঁচশ এবং দু'হাজার টাকার বান্ডিলের ছবি এবং তৃণমূল সরকারের অন্যতম প্রধান মুখ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিটি গ্রেপ্তার হবার পরে চুপ করেই ছিলেন। তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ হলেও তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। তারপরেই তাঁর দীর্ঘকালীন স্বভাব অনুযায়ী নজরুল মঞ্চের একটি অনুষ্ঠানে দাবি করলেন যে, তিনি শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্নে কিছুই জানতেন না। অথচ সকলেই জানেন যে, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বঞ্চিত চাকুরিপ্রার্থীদের প্রেস ক্লাবের সামনে ধর্না মঞ্চে গেছেন এবং তাঁদের অভিযোগগুলি জেনে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁদের প্রতি সুবিচারের ব্যবস্থা করা হবে। সবকিছু জেনেই তিনি এমন আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এখন বলছেন তিনি জানতেনই না যে, পশ্চিমবঙ্গের ২০১১ সালের পর থেকে প্রাথমিক এবং উচ্চ-বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। তিনি নিজেকে পুনর্বার দুর্নীতিমুক্ত বলে ঘোষণা করলেন! তিনি আরও দাবি করলেন যে, যে সমস্ত কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে এসেছে তার দায় নির্দিষ্ট ব্যক্তির। সরকার বা দলের কোনও সংস্রব এর সঙ্গে নেই! এমন নির্জলা মিথ্যা উচ্চারণ এই মানুষটির পক্ষেই সম্ভব। একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিযুক্ত এবং গ্রেপ্তার হওয়া তথাকথিত অভিনেত্রীর সঙ্গে সভা করলেও তিনি নাকি তাকে চিনতেনই না। ওই মহিলা ২১ জুলাই শহিদ উৎসবের মঞ্চে প্রকাশ্যে উপস্থিত থাকলেও তার সঙ্গে নেত্রীর কোনও যোগাযোগই নেই।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কততম মন্ত্রী যে, ব্যাপক দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার হলেন তা, গুণে শেষ করা যাবে না। যাঁরা এখনও ধরা পড়েন নি তাঁদের সততা সম্পর্কেও কোনও শংসাপত্র দেওয়া যায়

এর পর ৬ পাতায়

বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশের তকমা পেল ভারত

জাতিসংঘ বা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ ১৯৯০ সাল থেকে প্রত্যেক বছর মানবোন্নয়ন রিপোর্ট প্রকাশ করে। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সেইসব দেশের মানুষ কেমন আছেন তা এই রিপোর্টগুলি অনুসরণ করলেই জানা যায়। এ বছর জুন মাসের শেষদিকে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের অবস্থান আরও অবনত হয়ে ১৩১তম।

এই রিপোর্ট তৈরি করতে যেসব বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করা হয় তা হল, দেশবাসীর আয়ু, অর্থাৎ কতদিন বাঁচেন; জ্ঞানের বিকাশ-বিদ্যালয় শিক্ষার গড় সময়কাল; মোট জাতীয় আয় প্রভৃতি। দেশের সাধারণ মানুষ তাঁদের অভিরুচি অনুসারে জীবিকার সন্ধান করতে পারেন কিনা তা, গুরুত্বপূর্ণ; প্রচলিত সরকার কতটা নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে সাধারণ জীবনের সমস্যাবলী দূর করতে সচেষ্ট এবং মানবোন্নয়নে প্রভাব বিস্তারকারী কোন কোন নীতি অবলম্বন করা হয়েছে, তাও হিসেবের মধ্যে থাকে।

লিঙ্গবৈষম্য বা পুরুষ এবং নারীর জীবনে সমানাধিকার বা সমান সুযোগের ব্যবস্থা প্রচলিত কিনা তা বিশেষভাবে নজর করা হয়।

ভারতে মোদী জমানায় দারিদ্র মোচনের লক্ষ্যে কোনও বহুমাত্রিক নীতির অবস্থিতি নেই বললেই চলে। দরিদ্র মানুষের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ করতেও মোদী সরকারের চরম অনীহা। জাতিগত বৈষম্য অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম দেশের মূল পরিচালন ব্যবস্থায় প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে কিনা তা রাষ্ট্রসংঘের অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা খতিয়ে দেখেন।

২০২০ সাল থেকেই ভারত দ্রুত লজ্জাজনকভাবে নীচে নেমে যাচ্ছে। সর্বমোট ১৮৯টি দেশের মধ্যে ভারত ১৩১তম অবস্থানেই পড়ে আছে। উচ্চ উপার্জনশীল দেশগুলির সঙ্গে কোনও তুলনার প্রশ্নই নেই। পৃথিবীর মধ্য এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলির মধ্যেও ভারতের অবস্থান লজ্জাজনক স্থানে। ভুটান এমনকি, সর্বাংশে বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কা থেকেও নীচে রয়েছে ভারত। বাংলাদেশ ১৩৯ এবং পাকিস্তান ১৪৭ নম্বরে রয়েছে। এটা আমাদের দেশের মানুষের কাছে কিছুটা হলেও স্বস্তির বলে সরকারি কর্তারা বলার চেষ্টা করছেন। আমাদের প্রতিযোগী এবং ভারত যেই দেশটির সঙ্গে নানাভাবে প্রতিযোগিতার প্রচার করে থাকে, সেই চিনের অবস্থান ৯০ নম্বরে। এই দেশটি মানবোন্নয়নে ৪৮ শতাংশ উন্নতি ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। মোদী জমানার ভারত পূর্ণত ব্যর্থ। প্রসঙ্গত ইউরোপের নরওয়ে নামক দেশটি প্রথম স্থানে রয়েছে।

জাতিসংঘ বা রাষ্ট্রসংঘ বিশেষজ্ঞরা ভারতে জাতি বিদ্বেষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে পিছিয়ে থাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে মনে করছেন। মোদী জমানায় এত বেশি হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ করার জন্য সার্বিক মানবোন্নয়ন বিশেষভাবে ধাক্কা খেয়েছে। পিছিয়ে পড়েছে ভারত।

লক্ষণীয়, এই সময়কালে মোদীর ঘনিষ্ঠ স্যাঙাৎ গৌতম আদানি সারা বিশ্বের পুঁজিপতিদের মধ্যে চতুর্থস্থানে উন্নত হয়েছে। আদানি বিল গেটসের তুলনায় এখন বেশি সম্পদশালী। আর দেশের বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্রতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। মোদী সরকারের নীতিগত অবস্থানই এই বিরূপ অবস্থার জন্য দায়ী বলে বহুজনের মত।

ছদ্ম দেশপ্রেমে মত্ত মোদী

বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গুণপনার শেষ নেই। তাঁর সবচাইতে বড় সার্থকতা যে, তিনি তাঁর সরকারের চরম ব্যর্থতাগুলিও সাফল্য বলে প্রচার করতে পারেন। চক্ষুলজ্জা বর্জন করেই তিনি তা পারেন। এমন কুশলী রাষ্ট্রপ্রধান স্বাধীন ভারতে আর কখনোই হয়নি। এ ব্যাপারে তিনি অতীতের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীকে টেক্কা দিয়ে গো-হারা হারিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর স্বদেশ প্রেমের বহর দেখলে অনেকেই মূর্চ্ছা যাবেন। তিনি সততই দেশদ্রোহীর পরম সন্ধানে ব্যস্ত। কতজন জ্ঞানীগুণী মানুষকে যে তিনি নানা অছিলায় কারাগার বন্দি করে রেখেছেন তার কোনও যথাযথ হিসেব পাওয়াও দুষ্কর। তিনি অতি উগ্র ছদ্মজাতীয়তাবাদের জয়ধ্বনি দিয়ে থাকেন। তাঁর দেশপ্রেম মানে প্রকৃত অর্থে দেশের বিপুল শক্তিধর কর্পোরেট কোম্পানিগুলির অঢেল সুবিধা করে দেওয়া। মোদী সরকার একনিষ্ঠভাবে কর্পোরেট কোম্পানিগুলির আরও সহজে মুনাফা অর্জনের সুচারু ব্যবস্থা করে দিতে সদা ব্যস্ত। হিটলার বা মুসোলিনীর জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা মোদীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ওরাও সম্ভবত এমন নির্লজ্জভাবে পুঁজিপতিদের সেবা করেন নি যা, মোদী করছেন।

২০২২-এর ১৫ অগস্ট ভারত প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত হয়ে নিয়তির সঙ্গে অভিসারে মত্ত হয়। অন্তত ১৪ অগস্ট মধ্যরাতে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু তাই বলেছিলেন। গণতান্ত্রিক পথে চলা সেই শুরু। ১৯৪৯ এর ২৬ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হল। তার ওপর ভিত্তি করেই দু'মাস বাদেই ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ একটি সার্বভৌম গণরাজ্য হিসেবে ভারত পরিগণিত হল। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস।

নরেন্দ্র মোদী অতীব সুযোগসন্ধানী। যে দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর রাজনৈতিক দল কখনোই অংশগ্রহণ করে নি এবং তার পরিবর্তে নানা পর্যায়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে গেল সেই স্বাধীনতার ৭৫ বছরকে তিনি নাম দিলেন 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব'। শুধু নামকরণই করলেন না। তিনি নিদান দিলেন, দেশের সব গৃহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে। কোটি কোটি জাতীয় পতাকা উড়বে পত পত করে। তিনি বলেছেন 'ঘর ঘর তেরঙ্গা'।

এত বিপুল সংখ্যক জাতীয় পতাকা এবার আর খাদি গ্রামোদ্যোগ বরাত পাচ্ছে না। পলিয়েস্টার (কৃত্রিম তন্তু) কাপড়ের পতাকা তৈরি করবে মোদীর স্যাঙ্গাৎ গৌতম আদানির কোম্পানি। এই একটিমাত্র কোম্পানিকে বিদেশ থেকে পলিয়েস্টার কাপড় আমদানি করার লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছে মোদী সরকার। খাদির মতো দেশীয় সংস্থা নিপাত যাক আর আদানির মুনাফা কোটি কোটি মানুষের পতাকা কেনার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সুযোগ সীমা পরিসীমা ছাড়িয়ে যাক। ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে আবার আদানি হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে মোদীকে জেতাবেন। সহজ হিসেব। দেশের মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমিক মোদীর নাম উজ্জ্বল হবে। আদানির ব্যবসা আরও ফুলে ফেঁপে উঠবে। এটাই এখন দস্তুর।

যেথা আচারের মরু বালি রাশি...

আপৎকালে বা বিপাকে পড়লে অধিকাংশ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অন্ধ বিশ্বাস আঁকড়ে ধরা। মানবসভ্যতার উষাকাল থেকেই এমন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সেইসময় নিশ্চয়ই কোনো ধর্মবিশ্বাসজাত কুসংস্কার ছিল না। কারণ, ধর্ম তো মানুষ সৃষ্টি করেছে অনেক পরে। কিন্তু নানাবিধ সংস্কার আগেও ছিল। ঈশ্বরের উৎপত্তি হবার পর এমন প্রবৃত্তি অনেকগুণ বেড়ে গেছে। গুটি বসন্ত হলে শীতলা, কলেরা বা ওলাওঠার ওলাবিবির সাধনা এমন বহু উদাহরণ আমরা জানি। বিশ্বের অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসসম্পন্ন মানুষদের মধ্যেও বহু যুক্তিহীন কুসংস্কারের দেখা মেলে। রোগমুক্তির জন্য বিশেষ করে এসব বিশ্বাসে অসহায় মানুষ জীবন রক্ষা করতে চায়।

করোনা ভাইরাস জনিত মহামারি কালে ভারতের নানাপ্রান্তে করোনা দেবীর পুজো হতে শুরু করেছিল। এখনও হয়তো কম বেশি সেসব চলছে। উত্তর আসামের বিশ্বনাথ জেলায় বহু গ্রাম্য নারী নদীর ধারে সমবেত হয়ে করোনা মা'র আরাধনা করতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রবল বিশ্বাস করোনা মা তুষ্ট হলে বিশ্বের বহু লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা পাবে। কেরল রাজ্যের কোল্লাম জেলার কাডাক্কালে একটি মন্দিরের পুরোহিত অনিলন বেশ জোর দিয়েই বলছেন যে ওসব টিকা প্রভৃতি কোনও কাজে আসবে না। করোনা দেবীকে তুষ্ট করতে পারলেই রোগমুক্তি ঘটতে পারে। ঝাড়খন্ড রাজ্যেও এ ধরনের অন্ধবিশ্বাসের সংবাদ পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার এবং অন্যান্য রাজ্যেও একই অবস্থা।

১৯২৭ সালে লন্ডনে জগৎ জোড়া খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও বহুবিদ্যা পারদর্শী বারট্রান্ড রাসেল তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা ''আমি কেন খ্রিস্টান নই''—এ বলেছিলেন ''ভয়ই সমস্ত ধর্মের ভিত্তি''। তিনি আরও বলেছিলেন—''আমার মনে হয়, প্রাথমিকভাবে এবং মুখ্যত ভয় থেকেই ধর্মবিশ্বাস জন্মায়। অজানা সম্পর্কে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠা এর একটি বিশেষ কারণ। মৃত্যুভয় মানুষকে নিদারুণভাবে দুর্বল করে ফেলে।''

একবিংশ শতকে বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি ঘটলেও বিজ্ঞানমনস্কতার বিস্তার ঘটেনি। এখনও বহু মানুষ হেরে যাবার ভয়ে নানা কুসংস্কারপূর্ণ আচরণে ব্যাপৃত হয়। ভারতে ইদানিং মোদী সরকারের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় এই প্রবণতা অনেক বেশি লক্ষ করা যাচ্ছে। শুধুমাত্র করোনা দেবিই নয়। অন্য নানা লৌকিক দেবদেবীরও প্রাদুর্ভাব ঘটছে। বহুকাল যাবৎই ধর্মান্ধ বা অশিক্ষিত মানুষ সাপের ভয়ে মনসা দেবী নামক এক ভগবানকে তুষ্ট করতে উদগ্রীব। অনেক শিক্ষিত মানুষও প্রকৃত যুক্তিবোধের অভাবে এধরনের অন্ধবিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়। এমনকি, পরিবারের কোনও শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির প্রাক্ মুহূর্তে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করেন অনেকেই। এমন সব প্রসঙ্গগুলি লক্ষ করেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''যেথা আচারের মরু বালি রাশি বিচারের স্রোত:পথ ফেলে নাই গ্রাসি''। ভারতকে সেই স্বর্গে উপনীত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন কবি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ। আজও তাঁর স্বপ্ন অধরা।

বসনিয়ায় আবার সংকট

বিশ্বের বহুজনের দৃষ্টি আপাতত রাশিয়া ও ইউক্রেন-এর মধ্যে সংঘটিত সংকটে। বহুদিন হয়ে গেল এই গণহত্যাকারী সংকটের নিরসন হচ্ছে না। এই সময়কালেই পূর্ব ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড বসনিয়া জাতির সংকট পুনর্বার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। মিলোরাভ ডোডিক নামে জনৈক সার্ব ২০২০ সালে বসনিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর থেকেই ধীরে ধীরে সংকট শুরু হয়েছে। তাঁর নির্বাচিত হওয়া নাকি বসনিয়ার সুস্থিতি সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছে।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি বসনিয়ার সংকট সম্পর্কে বেশ কিছুটা উদাসীন। অনেকে মনে করেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ গত ২০২১ সালের জুলাই মাসে এক প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে বার্তা দিয়েছিল যে ওই অঞ্চলে অতীতের নৃশংস গণহত্যার প্রসঙ্গ অস্বীকৃত হলে বসনিয়া সরকারকে বিপাকে পড়তে হবে।

১৯৯৫ সালে প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার এই অঞ্চলে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং নৃশংস গণহত্যার ঘটনা ঘটেছিল। সার্ব অতি জাতীয়তাবাদকে অনেকেই এজন্য দায়ী করে থাকেন। সেই হিসেবে ডোডিক রাষ্ট্রপতি হবার পরে সেই ভয় আরও বেড়েছে। করে যে আবার এথনিক ক্লিনসিং শুরু হয়ে যাবে তা ভাবতেও ভয় হয়।

জুমলাবাজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

২০১৪ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকেই নরেন্দ্র মোদী নানাভাবে দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে চলেছেন। লাগাতার মিথ্যার বিস্তার ঘটিয়ে চলেছে মোদী সরকার। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে রেকর্ড পরিমাণে। বেকারত্বের অশুভ গ্রাসে দেশের যুবসমাজ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সকলেই জানেন যে, ভারত দেশে রান্নার গ্যাস, পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন তেল প্রভৃতির দাম আকাশ ছোঁয়া এবং সরকার কোনও সদর্থক পদক্ষেপেই সম্মত নয়।

প্রতিবেশী দেশ চিনের সঙ্গে সম্পর্ক যথেষ্ট নিম্নগামী। দেশের উত্তর পূর্বে অরুণাচল প্রদেশ এবং পশ্চিম উত্তর প্রান্তে লাদাখ অঞ্চলে অনেক পরিমাণ ভুখণ্ড এখন চিনের দখলে। মোদী সরকার শুধু মুখে হুমকি দিচ্ছে। চিন বিরোধী প্রচার চলছে উচ্চগ্রামে। কিন্তু হারানো জমি পুনরুদ্ধারের কোনও উদ্যোগই নেই। চিনকে শুধুমাত্র শত্রুদেশ বলে প্রচার চলছে। তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক অসহযোগিতার প্রসঙ্গও মাঝে মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি করছে।

প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর স্বৈরশাসনে পরিচালিত সরকার মাঝে মাঝে প্রচার করেছে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'। অর্থাৎ, দেশে নির্মিত জিনিসপত্রই বিশেষভাবে সমাদৃত হবে। এখন জানা যাচ্ছে যে ভারতীয় রেল চিনের নামী কোম্পানি তাইউয়ানের কাছে ৩৯,০০০ রেলগাড়ির চাকা কেনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। একসময় ইউক্রেন থেকে এই বিপুল সংখ্যক চাকা কেনা হবে বলে চুক্তি হয়েছিল। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য মোদী সরকার ১.৬৮ শতাংশ বেশি দামে চিন থেকে সেসব আমদানি করছে।

লোকসভায় উত্থাপিত প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন যে এল এইচ বি কোচের জন্য ৩৯,০০০ চাকার বরাত দেওয়া হয়েছে TZ (Taizhong) Hongkong এবং প্রস্তুতকারক তাইউয়ানকে।

ভারত দেশের অভ্যন্তরে অতি উচ্চমানের স্টীল এবং রেলের যন্ত্রাংশ নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বিপন্ন হয়ে পড়েছে আর মোদী সরকার তাদের ঘোষিত দুশমন চিনের শিল্প সংস্থাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এ এক বিশেষ জুমলা মোদী সরকারের।

বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবর্ত নয়

মনোজ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে স্পষ্টতই তৃণমূল কংগ্রেস দুই তৃতীয়াংশ আসনে বিপুল জয় হাসিল করেছে। কোনও সন্দেহ নেই যে, এই দলটির একমাত্র সত্ত্বাধিকারী বা মালিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনে হেরেছেন। তিনি একদা বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সত্যি মিথ্যে মিলিয়ে যে লড়াই করেছিলেন, সেই নন্দীগ্রাম থেকেই পরাজিত হয়েছেন। তাতে অবশ্য কিছুই যায় আসে নি! তিনি পরাজিত হলেও জয়ী দলের সর্বেসর্বা তো তিনিই। অন্য কেউ মুখ্যমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করবেন তা, ভাবাই যায় না।

এবারের ভোটপর্বে প্রথম থেকেই রাজ্যের এগিয়ে থাকা সংবাদ মাধ্যমগুলি বেশ জমিয়ে একটা 'বাইনারি' বা দ্বিপক্ষীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিটোল গল্প রাত্রিদিন পরিবেশন করে গেছে। ঈর্ষনীয় উচ্ছ্বাস এবং অপযুক্তির অবতারণা করে এই সব গণমাধ্যমগুলি বাংলার ঘরে ঘরে বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস আর নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ'র ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যেই যে কোন একটি আগামী দিনে বাংলার শাসনের হকদার হবে। অন্য কেউ নেই।

এই রাজ্যে দীর্ঘকাল মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া বামপন্থীদের মিডিয়ার উচ্চকিত প্রচারে খুঁজে পাওয়াই যায় নি। সে সব উজ্জ্বল ঐতিহ্য পরিকল্পিতভাবেই হারিয়ে ফেলা হচ্ছে। অতএব, রাজ্যের জন পরিসরে শত চেষ্টা করেও বাম দলগুলির ভোটের আগে হারিয়ে যাওয়া আটকানো যায় নি। পরে অবশ্য ভালভাবেই বোঝা গেল যে, বহু অর্থ ব্যয় করেই দুটি রাজনৈতিক দল ওই ব্যবস্থাটি পাকাপাকিভাবে করেছে। সেই 'মানি পাওয়ার' বা অর্থবলের প্রগলভ প্রকাশ। এমন বিপুল খরচসাপেক্ষ প্রচার সকলের জন্য নয়। ফেল কড়ি, মাখো তেল! বামপন্থীরা তো প্রথম পর্বেই বিলকুল ফেল্টু। প্রচলিত গণতন্ত্রের অপার মহিমা।

একথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে ভারতের সর্বাপেক্ষা ধনী রাজনৈতিক দল এখন বিজেপি। তাদের অফুরন্ত টাকা। নরেন্দ্র মোদীর সরকার বেশ কিছুকাল আগেই 'ইলেক্টরাল বন্ড' চালু করেছে। বড় বড় কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা জনসমক্ষে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে তাদের পছন্দমত দলকে বহু কোটি টাকা দান করে গেছে। কিন্তু দান না দাদন করেছে তা, অবশ্যই বিতর্ক সাপেক্ষ। কত টাকা তার কোনও হিসেব নেই। অঢেল অর্থ জমা হয়েছে এই বন্ড মারফৎ। চুরির টাকা না সৎভাবে উপার্জিত টাকা দান করা হচ্ছে তাও বোঝা অসম্ভব। বিজেপি'র কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা এমন 'বন্ডে' জমা পড়েছে। তার সামান্য ভগ্নাংশ নির্বাচনী প্রচারে ব্যয় হলে কোন সমস্যাই নেই। অঢেল অর্থ অকাতরে খরচ করা কোনও বিষয়ই নয়। অকাতরে টাকা খরচ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে গত দশ বছর যাবৎ রাজ্য সরকার পরিচালনার সুবাদে তৃণমূল কংগ্রেসও অর্থবলে যথেষ্ট বলীয়ান। তাদের সব ধরনের চুরি বা লুণ্ঠন তেমন কোনও বিষয়ই নয়। অভিযোগ যে, রাজ্যে এক ধরনের মাফিয়ারাজ চলছে। কয়লা, বালি, নারীপাচার সবই চলতে দেওয়া হয় যদি ৭৫ শতাংশ নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হয়। তার ওপর চালু 'ইলেক্টোরাল বন্ড' মারফৎ তাদের ঘরেও অনেক টাকা জমা পড়েছে। সেই অর্থরাশি ব্যবহার করে এই দলটিও সাজিয়ে গুছিয়ে রাজ্যের মানুষের ঘরে ঘরে সত্য মিথ্যা বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। পঞ্চায়েত পৌরসভাগুলি দখলে রেখে প্রভূত সুবিধা আদায় করেছে এই দলটি।

ভারতের নির্বাচন কমিশন বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতায় বলীয়ান। ভোট পরিচালনায় তাদের নিয়ন্ত্রণ একচ্ছত্র। তারা বিধানসভা বা লোকসভার নির্বাচনে কোন প্রার্থী কত টাকা খরচ করছে তার হিসাব খতিয়ে দেখতে পারে। প্রার্থীর খরচ পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার একমাসের মধ্যেই সমস্ত হিসাব দাখিল করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু নির্বাচনী বিধিতে কোন রাজনৈতিক দল কত টাকা ব্যয় করে তাদের মনোনীত প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে ভূমিকা নেয় তার কোনও উর্ধসীমা ঘোষিত নয়। সে সব অর্থরাশির পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব সেই অর্থে পেশ করতে হয় না। সুতরাং ভারতের নির্বাচনী বিধির এমন দুর্বলতার সুযোগে অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য নেই এমন দলগুলির প্রচার চালানো খুবই কঠিন।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এই দুঃসহ বিষয়টি ইদানিংকালে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। টাকা খরচের বহর এত বেশি ছিল যে, সাধারণ মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। বিজেপি নয়তো তৃণমূল কংগ্রেস, এই দুইয়ের মধ্যেই পছন্দ ঠিক করা একমাত্র কর্তব্য বলে বহু মানুষ বোধ করেছেন। সারাদিন টেলিভিশন বা এগিয়ে থাকা সংবাদপত্রগুলি কী বলছে তার মাধ্যমেই মতামত প্রভাবিত হয়েছে. সরাসরি প্রলোভন দেখিয়ে বা উৎকোচ দিয়ে দরিদ্র মানুষের ভোট কেনার বিষয়টিও উপেক্ষা করার নয়। এমন করুণ অবস্থা এই রাজ্যে অতীতে কোনদিন ছিল না। এই কুৎসিত সংস্কৃতি অবশ্যই তৃণমূল কংগ্রেসের আমদানি।

বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলির নির্বাচনী প্রচার সমস্ত সাধ্য এক করেও তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপি'র ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না। অর্থাৎ গণতন্ত্রের ফলিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থবল না থাকা দলগুলি প্রথমেই ব্রাত্য। তাদের কর্মীদের শত পরিশ্রম এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজকর্ম বৃথা হয়ে যায় টাকার খেলায়। আর সহজেই বোঝা সম্ভব যে, টাকার জোরে বাহুবলীদের ব্যবহার করা মোটেই কঠিন নয়। দেখা যাচ্ছে যে, যেইসব দলগুলির 'মানি পাওয়ার' ও 'মাসল পাওয়ার' যত বেশি—ভোটে জয়লাভ করার সম্ভাবনাও তাদের বেশি।

সহজ হিসেব অনেক সময় প্রবল প্রাতিষ্ঠানিকতা বিরোধী হাওয়ার দাপটে উল্টে যেতে পারে। এবারের ভোটে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সরকারের বহুমাত্রিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ অবশ্যই ছিল। কিন্তু বিগত বছরগুলিতে গণআন্দোলনের তীব্রতা এমন পর্যায়ে ছিল না যে, বামপন্থী দলগুলি তার যথাযথ সুযোগ নিতে পেরেছে বা পারতো। সব কটি বাম দলের মধ্যেই সাংগঠনিক দুর্বলতা কম বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। গ্রামে গ্রামে বা শহর-শহরতলীতে বিভিন্ন পাড়ায় সমাজবিরোধী শক্তিগুলি বিশেষ সক্রিয়। তৃণমূলীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোনও উদ্যোগ দেখলেই আক্রমণ। পরোক্ষে ভীতি প্রদর্শন তো নিয়মিত চলছেই।

বামপন্থী দলগুলি বা বলা ভাল, বামফ্রন্ট দীর্ঘকাল রাজ্য সরকার পরিচালনায় নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকার ফলে গণআন্দোলন সংগঠিত করার কায়দা কানুন সম্ভবত কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এবারের ভোটে তার প্রভাব বেশ ভালভাবেই বোঝা গেছে। অর্থবল এবং বাহুবল রুখে দেবার জন্য যে প্রক্রিয়া বেশ ফলপ্রসূ হতে পারতো, তা হল না। দীর্ঘ ৩৪ বছরে অনেক বামনেতার 'স্যার স্যার' শুনতে যে বদঅভ্যাস তৈরি হয়েছে তার থেকে বেরিয়ে যাওয়া সহসা সম্ভব হয় না। সহসা কেন, এতদিনেও সম্ভব হল না। এ প্রসঙ্গে বিশেষ যত্নশীল না হলে বিপদ আরও বাড়বে।

সরকারি প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধাচরণ করতে বিজেপি যে পথ ধরেছিল তা বেশ তাজ্জব করে দেবার মতো। তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি'র মধ্যে মৌলিক পার্থক্য তেমন কিছুই নেই। তৃণমূল কংগ্রেস দলটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ প্রায় একদশককাল বিজেপি'র হাত ধরেই চলেছে। দলনেত্রী বিজেপি'র মুখ্য সংগঠন আর এস এস-এর বিশেষ পছন্দের রাজনৈতিক নেত্রী। তাঁর এবং আর এস এস-এর উদ্দেশ্যও অভিন্ন। সম্ভবত সে কারণেই ভাড়াটে সেনার মতো তৃণমূল নেতাদের অনেকেই ভোটের আগে চলে গেলেন বিজেপিতে। তাঁরাই দলটির মুখ্য ব্যক্তিত্ব হয়ে বসলেন। তৃণমূল বিরোধিতার প্রসঙ্গটি এক অতি নিম্নমানের খেউরে পরিণত হয়ে গেল। একদিকে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা অন্যদিকে উগ্র বাংলাভাষী প্রাদেশিকতা।

সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে দু'টি দলের মধ্যে তেমন সুস্পষ্ট কোন প্রভেদ খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। একজন যদি সরাসরি উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রচারের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে সন্ত্রস্ত অবস্থা সৃষ্টি করে তো অন্যজন সেই সন্ত্রস্ত অংশের মানুষদের সমর্থন নিশ্চিত করতে হৈ হৈ করে ময়দানে নেমে পড়ে। পাল্টা সাম্প্রদায়িক প্রচার চলে। কেউ মন্দির তো কেউ মসজিদ!

একজন রামনবমীর সশস্ত্র মিছিল করে তো অন্যজন বজরংবলী নাম দিয়ে হনুমান পুজো নিয়ে সশস্ত্র মিছিল করে। বস্তুত, উভয়েই সাম্প্রদায়িক প্রচারে নির্ভর করে নিজেদের আখের গুছানোর অপকর্মে রত।

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বেসর্বা ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবার পরেই তাঁর উত্তরাধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে চলে যান। তিনি অবশ্য প্রকাশ্যেই এসব করে হিন্দুত্ববাদী মানুষদের কাছে বার্তা দেন যে তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের মানুষ এবং যে কোনও বিপদে তিনিই হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা করতে প্রস্তুত। আবার কিছুটা আর এস বজরং দল প্রভৃতির ফ্যাসিবাদী হুঙ্কারে গুটিয়ে থাকা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে এক দুজন মুসলিম নেতাকে সামনে রেখে মোনাজাতের ভঙ্গি করেন। অর্থাৎ, দুই ধর্মবিশ্বাসীকেই আশ্বস্ত করেন তাঁদের লোক বলে। ভাঁওতাবাজির শেষ নেই।

এবারের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল জয়ে আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবৎ খুশি। তিনি মমতা ব্যানার্জীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিজেপি জিতলে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভবনা তৃণমূল জিতলেও প্রায়ই একই থাকে। বিগত দশ বছরের ইতিহাস ও তথ্য পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, এই রাজ্যে আর এস এস বিশেষভাবে বলশালী হয়েছে। সুতরাং ওপর ওপর যাই প্রভেদ দেখা যাক্, আসলে উভয়েই এক।

তৃণমূল কংগ্রেস দলটির এক মস্ত সুবিধা যে তাদের কোনও ঘোষিত নীতি এবং কর্মসূচি নেই। ফলত যখন যা সুবিধা তা করে যেতে কোনই বাধা নেই। একটি বিষয় সম্ভবত অনেকেই খেয়াল করেন না। বিগত সাত-আট বছরে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে বিত্তহীন মানুষদের এক বৃহদংশ সরকারি অনুগ্রহ নির্ভর হয়ে উঠেছেন। এই প্রক্রিয়াকে কেউ সরকারের জনতুষ্টির কর্মসূচি বলতে পারেন। কেউ জনমোহিনী কর্মকান্ডও বলতে পারেন। শেষ পর্যন্ত একই অর্থ বহন করে। মানুষ অধিকার আদায়ের প্রশ্নে তত উৎসাহী নয় যতটা সরকারের দান-অনুগ্রহ পেতে উৎসাহী। নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার ভয়ানক কুপ্রভাবে মানুষের নিশ্চিত জীবিকার সুযোগ সংকুচিত এবং অনেক ক্ষেত্রে নেই। জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী। মানুষ খাবে কী! মানুষকে তো বাঁচতে হবে। সরকার হাতে ধরে যা দেবে তাই বাঁচার পথ বলে মেনে নিতে হচ্ছে। আর ইদানিংকালে এই প্রক্রিয়াটি বেশ জোরালোভাবেই চলছে। সরকারি সহায়তার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল মানুষ সরকারি কর্তাদের অপকর্মের বিরোধিতা করতে সম্মত হয় না। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় যাই বলুন প্রকাশ্যে বিরোধী অবস্থান নিতে শঙ্কিত বোধ করে।

বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার দেশের উত্তরাংশে বা হিন্দি বলয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রচার ও প্রসারে মনযোগী। বিগত সাত বছরে এই বিষ ব্যাপ্ত হয়েছে। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও জনমানসকে প্রভাবিত করা নিত্য নতুন ফন্দি ফিকির ব্যবহৃত হচ্ছে। হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়নে সংঘ পরিবার উদগ্রীব। দেশের ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে সুকৌশলে। নানাভাবে এই অপকর্ম চলছেই। স্কুল শিক্ষার পাঠক্রম পাল্টে ফেলা হচ্ছে। অতীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজা-রাজড়া বা জমিদারদের জীবনী সম্বলিত ইতিহাস পাঠ্যক্রমে যুক্ত হয়ে পড়ছে। এ সব প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন সদর্থক প্রতিবাদের উদ্যোগ নেই। ওরা হিন্দুত্ববাদী প্রকরণগুলিকে আটকানোর কোন উদ্যোগ কোন কালেই নেয় নি। তাছাড়া, যেখানে সম্ভব সেখানে ওরাও একই দোষে দুষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের স্কুল পাঠ্যক্রমেও এমন অনেক বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে যার সঙ্গে বাস্তব ইতিহাস চর্চার সম্পর্ক নেই। কিছু পেটোয়া ইতিহাসের অধ্যাপককে ওরা ক্ষমতার জোরে ব্যবহার করছে। বিজেপি'র সঙ্গে মৌলিক পার্থক্যই ওদের নেই।

— পুনরায় প্রকাশিত

পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলুন

রেভোল্যুশনারী সোস্যালিস্ট পার্টি

আর. এস. পি নদীয়া জেলা

১৩ তম

সম্মেলন

৬-৭ আগস্ট, ২০২২ (শনি ও রবিবার)

কমরেড ক্ষিতি গোস্বামী নগর (কল্যাণী)

কমরেড মহব্বৎ আলি মঞ্চ (মঙ্গলদীপ)

তমলুকের নিমতৌড়িতে মিছিল ও পথসভা

চোর ধরো জেলে ভরো/দুর্নীতি মুক্ত বাংলা গড়ো—দাবিতে এবং দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্রহীনতা, মূল্যবৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বিক্রি ও লুটপাটতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর এস পি তমলুক জোনাল কমিটির ডাকে তমলুকের নিমতৌড়িতে প্রবল ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে গত ২ আগস্ট বহুসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে মিছিল ও পথসভা সংগঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কম. সুবল চন্দ্র সামন্ত। কম. সামন্ত বলেন, গত কয়েকদিন ধরে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তিনি সাধু, কিন্তু তিনি কালির ভাণ্ডে বসে আছেন। আর বলছেন আমার গায়ে কেউ কালি ছিটাতে আসবেন না। তাঁর পাশের চেয়ারটাই কালিমালিপ্ত। দুর্নীতি ছাড়া এই সরকার একমুহূর্ত চলতে পারে না। সবাইকে অন্ধকারে রেখে তিনি চলতে চান। কিছু মানুষকে কিছুদিন বোকা রাখা যায়, কিন্তু সব মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা রাখা যায় না। কম. মোহসীন আলী বলেন, বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছর স্বচ্ছতার সাথে সরকার চালিয়েছে। তৃণমূল সর্বত্র তোলা তুলছে। তোলাবাজ সরকারের অপসারণ ঘটাতে হবে। কম. সর্বেশ্বর মাইতি বলেন যারা দুর্নীতি করে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছেন তারা ভুল পড়ায়। পড়াশোনার মানের দ্রুত অবনমন ঘটছে। কম. চিত্ত রঞ্জন দ্বিন্দা বলেন, তৃণমূলের সব মন্ত্রী দুর্নীতিতে ডুবে আছেন। মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী বনসহায়ক পদে নিয়োগে দুর্নীতি করেছিলেন বলে মাননীয়া অভিযোগ করেছিলেন। আজ সেই রাজীব তৃণমূলে ফিরেছেন। অবশ্য দুর্নীতির ঘটনাবলীতে প্রমাণ হয় মাননীয়া হলেন দুর্নীতির মূল মাথা। কম. নারায়ণ চন্দ্র সামন্ত বলেন, সরকার সব কিছু ফ্রিতে দেবে, ৫০০ করে টাকা মা বোনদের ফ্রি দেবে, কন্যাশ্রী যুবশ্রী সব ফ্রিতে দেবে কিন্তু শিক্ষা ফ্রিতে দেবে না।

সরকার হল কর্পোরেটের সরকার। এই রাজ্যে দীর্ঘদিন এস এস সি নিয়োগ হয়নি। মেধাবী ছাত্রদের চাকরি থেকে বঞ্চিত করে ঘুষের টাকার বিনিময়ে চাকরি দিয়েছিল সরকার। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বা তার বান্ধবীরাই শুধু জড়িত নন। ভোটগুরু বলে কথিত প্রশান্ত কিশোর (আই প্যাকের পরামর্শের সূত্রে) -কে ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল সবটাই দুর্নীতির টাকা। এই রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর বাস্তু ঘুঘুর বাসা। ভিসি দের তৃণমূল নেতৃত্বের হাতে মাসোহারা দিতে হয়। স্বাধীনতার পর এতোবড় কেলেঙ্কারির খবর ভারতবর্ষে কোথাও হয়নি। আমরা বলছি অবিলম্বে স্বচ্ছতার সাথে সকল সফল প্রার্থীদের চাকরিতে নিয়োগ করতে হবে। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি সুনিশ্চিত করতে হবে। মমতা ব্যানার্জী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেটিং করতে আগামীকাল দিল্লি যাচ্ছেন। তার আগেই জেলা ভাগ করে মুর্শিদাবাদ সহ জেলাগুলিকে ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তৃণমূল চোর হলে বিজেপি ডাকাত। মোদী ক্ষমতায় আসার পর একের পর এক রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি জলের দরে বিক্রি হচ্ছে। ইতিমধ্যে কর্পোরেটদের ১১ লক্ষ কোটি টাকা ঋণমুকুব হয়েছে। যার মধ্যে আদানির ৬২ হাজার কোটি টাকা ঋণ মুকুব করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। জানা যায় যে এর বিনিময়ে আদানি ২৭ কোটি টাকা বিজেপি'র তহবিলে দান করেছেন।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। কম. সুবল চন্দ্র সামন্ত, কম. নারায়ণ চন্দ্র সামন্ত, কম. মোহসীন আলী, কম. সর্বেশ্বর মাইতি, কম. চিত্তরঞ্জন দ্বিন্দা ও কম. সৌভিক দাস প্রমুখ।

সালারের বিভিন্ন অঞ্চলে আর এস পি'র বিক্ষোভ সভা

''চোর ধরো, জেল ভরো''

এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ৩১ জুলাই সালার ব্লকের সরমস্তপুর গ্রামে আর এস পি'র নেতৃত্বে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল। রাজ্যের শাসক দলের সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন গ্রামের কয়েকশো মানুষ এই সমাবেশে উপস্থিত হল। এই সভাতে বক্তব্য রাখেন আর এস পি নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক কম. ঈদ মহাম্মদ, কম. জামাল চৌধুরী ও পি এস ইউ নেতা কম. চৌধুরী গোলাম মর্তুজা সহ গ্রামের সংগঠকবৃন্দ আর এস পি নেতৃত্ব। এই সভাতে পি এস ইউ-এর সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল মহঃ সফিউল্লা তৃণমূলী শাসনে গ্রাম বাংলার দূরবস্থা সহ পঞ্চায়েতের দুর্নীতির প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। অন্যদিকে ২ আগস্ট সালারকে পৌরসভা করার দাবি ও রাজ্যের শাসক দলের দুর্নীতির মধ্যমণি মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সালার স্টেশন বাজারে আর এস পি'র নেতৃত্বে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন আর এস পি নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক কম. ঈদ মহম্মদ ও পি এস ইউ নেতা কম. চৌধুরী গোলাম মর্তুজা এবং পি এস ইউ-এর সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল মহঃ সফিউল্লা।

এই সভা থেকে দলীয় নেতৃত্ব তীব্র ভাষাতে শাসক দলের লাগামছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং অবিলম্বে সালারকে পৌরসভা করার দাবি তোলেন।

পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর মুর্শিদাবাদ জেলা ভাগ করে নামকরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন মুর্শিদাবাদ নামটা একটা আবেগ, উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলে জেলা ভাগ হোক, কিন্তু নামকরণে মুর্শিদাবাদকে মুছে দেওয়া চলবে না। পথচলতি বাজারের মানুষ উৎসাহ নিয়ে এই সভাতে বক্তাদের বক্তব্য শোনেন।

বলাগড়ে কম হরেন বিশ্বাসের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

গত ১৮ জুলাই বলাগড়ের আর এস পি'র অন্যতম নেতা কম. হরেন বিশ্বাসের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। কৃষ্ণবাটিচরে কম. হরেন বিশ্বাসের স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এই উপলক্ষে সভা হয়। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন আর এস পি রাজ্য কমিটির সদস্য কম. কিশোর সিং, হুগলী জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত, বলাগড় লোকাল সম্পাদক কম. কমল রায়, নিখিল বঙ্গ মহিলা সঙ্ঘের জেলা সম্পাদিকা কম. চম্পা বসাক, আর ওয়াই এফ জেলা সভাপতি কম. শঙ্কর চক্রবর্তী, ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের কম. সুব্রত মুখার্জী, এলাকার প্রবীণ নেতা কম. মন্টু মাহাতো, জেলা কমিটির সদস্য কম. সত্যজিৎ মাহাতো সহ বামফ্রন্টের স্থানীয় নেতৃত্ব।

কম. কিশোর সিং স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন যে, বলাগড়ে দলের সংগঠন বিস্তারে কম. বিশ্বাসের প্রধান ভূমিকা ছিল। তারজন্য তিনি আক্রান্ত হলেও, পিছু হটেন নি। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত বলেন যে, কম. বিশ্বাস ছিলেন এলাকায় কৃষক আন্দোলনের প্রধান সংগঠক। খাস জমিতে কৃষকের অধিকারের দাবিতে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। আজ কৃষকদের সমস্যা বেড়ে চলেছে। এখনো কৃষ্ণবাটিচরে বহু কৃষক জমির পাট্টা পান নি।

বর্তমানে সরকার বর্গা রেকর্ডও কার্যত বন্ধ রেখেছে। অথচ, জমির নথি না থাকলে কোনো সরকারি সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন আর এস পি জেলাজুড়ে এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলছে। এছাড়া, স্থানীয় হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, কম. হরেন বিশ্বাসের পরিবারের সদস্যরা স্মৃতিচারণ করেন। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন কম. সুব্রত মুখার্জী।

দেউচা পাঁচামি খোলামুখ কয়লাখনি প্রকল্প অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হোন

৩ আগস্ট বুধবার কলকাতার সুবর্ণ বণিক হলে একটি গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ এই গণকনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন উপাচার্য ড. অশোকনাথ বসু। সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, ড. বাসুদেব বর্মন, ড. তুষার চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই সভা আহ্বান করেছিলেন দেউচা-পাঁচামির সাধারণ মানুষের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত গণআন্দোলনের কর্মী, পরিবেশবিদ, বৈজ্ঞানিক প্রমুখ।

গণকনভেনশনের প্রস্তাব—

''দেউচা-পাঁচামি দেওয়ানগঞ্জ- হরিণসিঙ্গা'' অঞ্চলের আদিবাসী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মতামত তোয়াক্কা না করে, পরিবেশ প্রকৃতি, জীববৈচিত্র, বাস্তুতন্ত্রের কথা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার একটি অসম্ভব এবং অলাভজনক খোলামুখ কয়লা খনি স্থাপন করতে অগ্রসর হয়েছে।

ভারত সরকারের কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এই ''ব্লক'' হতে কয়লা উত্তোলনে কোনো রকম আর্থিক নিবেশ করতে রাজী হয়নি। কারণ এই কয়লা ব্লকটিতে যে সমস্ত ভূতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলি কাটিয়ে উঠে সুষ্ঠু ও লাভজনক কয়লা উত্তোলন সম্ভব নয়। কারণ এখানে কয়লার একেবারে উপরের স্তরে রয়েছে কঠিন ''ব্যাসল্ট'' বা আগ্নেয়শিলা (জমে যাওয়া গলিত লাভা) যা আনুমানিক ২২৫ থেকে ২৪৫ মিঃ পুরু। এত পুরু ও কঠিন ''ব্যাসল্টে''-র স্তর ভেদ করে কয়লার প্রথম স্তরে পৌঁছানোই কার্যত এক দুঃসাধ্য কাজ। এত কিছুর পরেও ২০২১ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী আচমকা একটি ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্যাকেজ ঘোষণা করে দেয়। এই ঘোষণার আগে না হয়েছে কোনো পরিবেশগত সমীক্ষা (Environmental Impact Assessment) না করা হয়েছে গ্রামভিত্তিক গণশুনানি, যা ২০১৩ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনে বাধ্যতামূলক।

রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এই কয়লাখনিকে তুলে ধরছে একটা উন্নয়নমূলক প্রকল্প হিসাবে, যেখানে নাকি লাখখানেকের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। আসানসোল- ঝরিয়া-দুর্গাপুর-রাণীগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন কোলফিল্ডের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যেখানে খনিতে কয়লা শেষ সেখানে কার্যত সব শেষ—যেন প্রাগৈতিহাসিক এলাকা! এমনটাই সবার অভিজ্ঞতা। বেশি দূর যেতে হবে না আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জামুড়িয়া, বারাবনী, রাণীগঞ্জ ব্লক এলাকাতেই গেলেই তা দেখতে পাওয়া যাবে। জামুড়িয়া-বারাবণী ব্লক এলাকার বিশাল অংশ জুড়ে পি.ডি.সি.এল-এর মাধ্যমে যে কয়লা খাদান থেকে কয়লা তোলার কাজ চলছে সেখানে সেখানে কি উন্নতি হয়েছে? সেখানে কত ''অনুসারী শিল্প'' গড়ে উঠেছে? এসব তো এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

এই অবাস্তব কয়লাখনি প্রকল্প এলাকায় রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এই গ্রামগুলো ১০টা মৌজায় ছড়িয়ে রয়েছে, আর এই কয়লাখনির প্রকল্প ৪৩১৪টি পরিবারের মোট ২১০০০ মানুষকে উচ্ছেদ হতে হবে। এদের মধ্যে ৯০৩৪ জন হলেন আদিবাসী সাঁওতাল। আর ৩৬০১ জন তপশিলী জাতির। এছাড়া, প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত ৩২৯৪ একর জমির প্রায় ৭০ শতাংশ জমির মালিক স্থানীয় মানুষেরা, মাত্র ২০ শতাংশ জমি সরকারের। বাকি ৬ শতাংশ বনভূমি। রাজ্যের রাজধানী কলকাতা থেকে ২০০ কিমি দূরে অবস্থিত দেওয়ানগঞ্জ মৌজার বাসিন্দারা এই ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছেন যে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তাঁরা নিজের দেশেই উদ্বাস্তুতে পরিণত হবেন। এঁদের বেশির ভাগই তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চাষবাস এবং পশুপালন করেন বা পাথর খাদানগুলোয় কাজ করেন। বেশির ভাগ বাড়িতেই গবাদিপশু রয়েছে। খোলা জমিতে যা উৎপন্ন হয়, ওরা তাই খায়। স্থানীয় আদিবাসীদের গ্রামগুলির প্রত্যেকটায় একটা করে জাহের থান বা পবিত্র কুঞ্জ বা উপবন রয়েছে, যা ওখানকার বাসিন্দাদের সংস্কৃতির একটা অচ্ছেদ্য অংশ। এই প্রকল্পের সীমানার মধ্যে যে বনভূমি পড়ছে, তাতে শাল, অর্জুন, নিম, শিরীষ, মহুয়া, মেহগনি, বাঁশ, ইউক্যালিপটাস অ্যাকেসিয়ার মতো প্রাকৃতিক ভাবে বেড়ে-ওঠা প্রায় লক্ষাধিক গাছ আছে। এই সবই ধ্বংস হবে। এই বননিধন ভৌমজলের স্তরকে আরও নামিয়ে দেবে আর ভূমিক্ষয়কে বাড়িয়ে তুলবে।

স্থানীয় মানুষ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। লড়াই ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। তাদের জীবনের ওপর দিয়ে সরকার স্টীমরোলার চালাতে চাইছে। দেউচা পাঁচামির বেশিরভাগ মানুষ আজ আওয়াজ তুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের প্রস্তাবিত এই কয়লাখনি বাতিল করতে হবে। রুখে দাঁড়ানো সাধারণ গ্রামবাসীদের ওপর সরকার নামিয়ে আনছে পুলিশি নির্যাতন, জুলুম। আসুন দেউচা পাঁচামি কয়লাখনি প্রকল্প বাতিলের দাবিতে জনমত গড়ে তুলি আমরা।

বীরভূম জেলার দেউচা পাঁচামির আদিবাসী তথা তপশিলী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য বঞ্চিত, গরিব মানুষদের বসত জমি থেকে উচ্ছেদের প্রতিবাদে সেখানকার সংগ্রামী লড়াকু আদিবাসীদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে দীর্ঘ লড়াই-আন্দোলন চালানোর অঙ্গীকার ঘোষণা আমরা করছি। একই সাথে পুরুলিয়ার তিলাবনি পাহাড় ধ্বংস করার বিরুদ্ধে এলাকার আদিবাসী সহ অন্যান্য অংশের মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আন্দোলনের পাশে থাকার অঙ্গীকার করছে এই কনভেনশন। এই কনভেনশন মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কায় আদানি কোম্পানির উদ্যোগে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য হাইটেনশন বিদ্যুৎ লাইনের গ্রিড টানার ফলে ব্যাপক এলাকায় আমবাগান, লিচুবাগান ও বসত এলাকার ধ্বংস সাধনের বিরুদ্ধে স্থানীয় চাষী সহ এলাকাবাসীদের প্রতিবাদ আন্দোলনকেও সংহতি জানাচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে ফসিল ফুয়েল ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে আন্দোলনের প্রতিও এই কনভেনশন সংহতি জানাচ্ছে।

এই লড়াইয়ে সমগ্র রাজ্যবাসী সামিল হবেন—এই প্রত্যাশা করছি।

চোর ধরো জেল ভরো

দুর্নীতির মধ্যমণি মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সর্বস্তরে শূন্যপদে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগের দাবিতে

গত ৩ জুলাই কলেজ স্ট্রিট (বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে) প্রোগ্রেসিভ স্টুডেন্টস' ইউনিয়ন (PSU) এর উদ্যোগে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়। এদিনের অবস্থান বিক্ষোভের শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীরা শিয়ালদহ সূর্যসেন স্ট্রিটের পি এস ইউ এর রাজ্য দপ্তর থেকে মিছিল করে মহাত্মা গান্ধী রোড হয়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেয়। মিছিলে ছাত্র-ছাত্রীরা রাজ্য সরকারের সংগঠিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও সমস্ত বঞ্চিত প্রার্থীদের স্বচ্ছভাবে নিয়োগের দাবিতে স্লোগান তোলে। বিভিন্ন দাবি সমূহের প্ল্যাকার্ড গলায় ঝুলিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবস্থান বিক্ষোভকে ঘিরে কলেজ স্ট্রিট চত্বরে সাধারণ পথ চলতি মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনের অবস্থান বিক্ষোভে সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কম. হাবিবুর রহমান সোহেল। প্রথমে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কম. কৌশিক ভৌমিক অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির কারণ ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। পর পর কম.

প্রসেনজিৎ দাস, কম. দেবজ্যোতি দাস, কম. সায়ন্তন চক্রবর্তী, কম. নুর আলম বাবু, কম. রুবেল সেখ, কম. শঙ্খ শুভ্র বিশ্বাস সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের মাঝে মাঝে স্লোগান তোলেন শাসক দলের নিয়োগ দুর্নীতিতে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দিকে আঙুল তুলে।

সভার শেষে পি এস ইউ এর সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল মহঃ সফিউল্লা বক্তব্য রাখেন, তিনি বলেন সমস্ত দুর্নীতির মধ্যমণি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অবিলম্বে মাননীয়ার উচিৎ পদত্যাগ করা। ''তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক আকার ধারণ করেছে।'' প্রায় দুঘণ্টা বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে স্লোগান ও সভার মধ্য দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচি শেষ হয়। সভার শেষে সংগঠনের সভাপতি কম. হাবিবুর রহমান ঘোষণা করেন আগাপাশতলা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে এরকম বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করে জনগণের সামনে ওদের স্বরূপ তুলে ধরতে হবে।

খানাকুলে আর এস পি'র প্রতিবাদ সভা

গত ৩০ জুলাই রাজ্য সরকারের চাকরির নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে খানাকুল বাসস্ট্যান্ডে আর এস পি'র পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আর এস পি হুগলী জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত বলেন যে, এক বা দুইজন ব্যক্তি নয়। সরকার ও শাসক দল নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতিতে জড়িত। মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞাতসারেই এই দুর্নীতি হয়েছে। কেবল শিক্ষা দপ্তর নয়, প্রতি দপ্তরে চাকরির নামে দুর্নীতি চলছে। শিক্ষক নিয়োগ না করে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করা হচ্ছে। কোভিডকে হাতিয়ার করে দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা, শিক্ষক নিয়োগ না করার মধ্য দিয়ে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকার ধ্বংস করতে চাইছে। তিনি বলেন যে, বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্যের গোপন বোঝাপড়ায় দুর্নীতিবাজরা শাস্তি পাচ্ছে না। বিজেপি সরকারের নীতির সঙ্গে রাজ্যের নীতির কোনো পার্থক্য নেই। বিজেপি সরকার একশো দিনের কাজে অর্থ বরাদ্দ কমাচ্ছে। রাজ্যে এই কাজ বন্ধ হতে বসেছে। আইনি অধিকার থাকলেও একশো দিনের কাজ পাওয়া যাচ্ছে না। মাসের পর মাস মজুরি বকেয়া রয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পও তুলে দিতে চাইছে। দুই সরকারের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। আর ওয়াই এফ জেলা সম্পাদক তথা আর এস পি জেলা কমিটির সদস্য কম. বিপ্লব মজুমদার রাজ্য সরকারের দুর্নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মনীষীদেরও এই সরকার অপমান করছে। স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারও একই নীতি গ্রহণ করেছে। দুই সরকারই শূন্য পদে নিয়োগ করছে না। নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি করছে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আর ওয়াই এফ জেলা সহ সম্পাদক কম. ভাস্কর মজুমদার, কম. সমীর মালিক। সভাপতিত্ব করেন আর এস পি নেতা কম. যাদব বাগ।

আর ওয়াই এফ রাজ্য কাউন্সিল

২৪ জুলাই রবিবার জলপাইগুড়িতে আর এস পি যুব সংগঠন আর ওয়াই এফ-এর রাজ্য কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হল। কাউন্সিল অধিবেশনে সংগঠনের রক্ত পতাকা উত্তোলন করে, কাউন্সিল অধিবেশনের সূচনা করেন রাজ্য সভাপতি কম. সব্যসাচী ভট্টাচার্য। এরপর সভাপতি মণ্ডলীর সভাপতি হিসাবে সভার কাজ পরিচালনা করেন তিনি। এই কাউন্সিল অধিবেশনে ক্রান্তি শিল্পী সংঘের সদস্যরা সংগীত পরিবেশন করেন। এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন কম. সুভাষ নস্কর, কম. বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, আর এস পি জেলা সম্পাদক কম. ছায়া রায় ও অন্যান্য নেতৃত্ব। অধিবেশনের সাফল্য কামনা করে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন কম. সুভাষ নস্কর। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে তিনি বলেন, ''বর্তমানে দেশ ও রাজ্য জুড়ে যা চলছে তার বিরুদ্ধে যুব সম্প্রদায়কে আরও এগিয়ে এসে প্রতিবাদে সামিল হতে হবে।'' তিনি আরও বলেন, ''আজকের যুবকরাই আগামীদিন পার্টির দায়িত্ব নেবেন। সুতরাং এই যুবসমাজকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। কম. বিশ্বনাথ ব্যানার্জী বলেন, ''যুব আন্দোলন এমন হওয়া উচিৎ যা শাসকের বুকে কাঁপন ধরাবে, সে জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষিত ও বাছাই করা যুব কর্মী''। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কম. ছায়া রায়, তিনি যুব কর্মীদের মতাদর্শের উপর জোর দিতে বলেন। আর ওয়াই এফ-এর সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্য সম্পাদক কম. রাজীব ব্যানার্জী তার প্রতিবেদনে সংগঠন বাড়াতে জেলায় জেলায় সংস্কৃতিক কর্মী গড়ে তোলার কথা বলেন। সংগঠনের কর্মীদের গড় বয়স কমানোর পক্ষেও জোর দেওয়া হয় এই প্রতিবেদনে। কাউন্সিল অধিবেশন থেকে আগামীদিনের আন্দোলন ও কর্মসূচিও ঠিক করা হয়, সেখানে যৌথ আন্দোলন কর্মসূচির পাশাপাশি একক আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে জোরালো আওয়াজ উঠে আসে। রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলা থেকে ১২০ জন কাউন্সিল সদস্যকে নিয়ে এই কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর ঘনিষ্ঠের বাড়িতে নগদ বেআইনি কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দাবি করা হয় ও চাকরির পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপে কেন্দ্র সরকারের জি এস টি প্রত্যাহারের দাবিতে জলপাইগুড়ি কদমতলায় আর ওয়াই এফ-এর পক্ষ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ মিছিল ও পথ অবরোধ করা হয়। অবরোধ শেষে মোদী মমতার কুশপুতুল দাহ করা হয়। কাউন্সিল অধিবেশন থেকে নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। নতুন-পুরানো মিলিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। রাজ্য কমিটির সভাপতি হিসাবে পুনঃনির্বাচিত হন কম. সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও নব নির্বাচিত সম্পাদক হন কম. আদিত্য জোতদার। কম. বিপদত্যারন ভোল্লা, কম. বিপ্লব মজুমদার, কম. সৌম্য দাস, কম. সঞ্জীব সেন, কম. হায়দার মোল্লা ও কম. সঞ্জয় ধিকারী রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত হন।

ভরতপুরে আর এস পি-র বিক্ষোভ সভা

''চোর ধরো, জেল ভরো''
এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৯ জুলাই ভরতপুর ব্লক মোড়ে আর এস পি-র উদ্যোগে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল। এদিনের সভা থেকে আর এস পি নেতৃত্ব তীব্র ভাষাতে শাসক দলের লাগামছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এদিনের বিক্ষোভ সভাতে পিএস ইউ-এর সাধারণ সম্পাদক নওফেল মহঃ সাফিউল্লা বলেন, দুর্নীতির মধ্যমণি মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে এবং সমস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। সেই সাথে কৃষিপ্রধান জেলা মুর্শিদাবাদে তীব্র খরাতে মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অবিলম্বে মুর্শিদাবাদকে খরাপ্রবণ এলাকা ঘোষণা করতে হবে। এদিনের সভাতে উপস্থিত ছিলেন আর এস পি ভরতপুর লোকাল সম্পাদক জামাল চৌধুরী, ছাত্রনেতা চৌধুরী গোলাম মুর্তুজা ও আর এস পি লোকাল কমিটির সদস্য মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ ও আকবর সেখ।

তপনে পিএসইউ ও আরওয়াই এফের বিক্ষোভ মিছিল ও সভা

১) কেন্দ্রের নয়া অগ্নিপথ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে।
২) রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগে দুর্নীতিতে যুক্ত শাসক দলের নেতা মন্ত্রীদের শাস্তির দাবিতে ও সমস্ত স্তরের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সহিত নিয়োগের দাবিতে
৩) নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে।
৪) রাজ্যের সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বচ্ছ ভাবে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা দাবিতে।

উপরোক্ত দাবিতে গত ২০ জুলাই দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন থানার রামপুরে আর ওয়াই এফ ও পি এস ইউ-এর যৌথ উদ্যোগে রামপুর বাজারে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল।

এদিনের সভাতে ছাত্র যুব নেতৃত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানা জনবিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন পি এস ইউ-এর সাধারণ সম্পাদক নওফেল মহঃ সফিউল্লা, রাজ্য সম্পাদক কৌশিক ভৌমিক, রাজ্য নেতা দেবজ্যোতি দাস, আর ওয়াই এফের রাজ্য সম্পাদক আদিত্য জোয়ারদার, জেলা সম্পাদক সরোজ কুন্ডু সহ ছাত্র নেতা অজয় সরকার ও সায়ক হালদার। সভার সভাপতিত্ব করেন আর ওয়াই এফ-এর তপন লোকাল সম্পাদক মমিন মিঞা। এদিনের সভা ও বিক্ষোভ মিছিল ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

তামিলনাড়ুতে পি এস ইউ-এর প্রথম রাজ্য কনভেনশন

গত ১০ মে কলকাতাতে অনুষ্ঠিত পি এস ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিভিন্ন রাজ্যে সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

তদনুযায়ী নতুন সদস্যপদ প্রদান করা হবে। **নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে শিক্ষায় বেসরকারিকরণ ও গৈরিকী-করণের বিরুদ্ধে ও বৈষম্যমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষাতে ব্যয় করার দাবিতে** ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা সহ দিল্লি, পাঞ্জাব, ঝাড়খন্ড, ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম সহ তামিলনাড়ুতে নতুন সদস্যপত্র প্রদানের কাজ শুরু হয়েছে। গত ১৪ জুলাই তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লী শহরে উল্লেখিত দাবির সপক্ষে ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলতে পি এস ইউ এর প্রথম রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। তামিলনাড়ুর ছটি জেলা থেকে ৬৮ জন প্রতিনিধি এই কনভেনশনে উপস্থিত হন এবং ভ্যাল্লিপুরাম জেলার অরুন কুমারকে রাজ্য আহ্বায়ক নির্বাচিত করে নতুন সদস্যপত্র প্রদানের কাজ শুরু হয়। এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নওফেল মহঃ সফিউল্লা, সর্বভারতীয় সভাপতি বিষ্ণু সুরিন্দর ও কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ফেবি স্ট্যালিন।

রাজ্যের শাসকদল তস্কর ও দুর্বৃত্তদের দখলে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থীরাই এমন অবস্থার নিরসন করতে পারে

১-এর পাতার পর

না। প্রায় না বলে, বলতে হয় এই দুর্বৃত্ত অধ্যুষিত দলটি প্রথম থেকেই আদ্যপান্ত ব্যাপক দুর্নীতি ও অনৈতিকতার বিস্তার ঘটিয়েই এই রাজ্যে তাদের অপশাসন চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তো এখন ইডি'র হেফাজতে। ইঙ্গিতে সত্যি কথা বলার চেষ্টা করলেও স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না যে, সবকিছুই হয়েছে 'সুপ্রিমো'র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশে। সেই নেত্রীকে যতটা অংশ দেওয়ার চুক্তি ছিল, তা পৌঁছানো হয়নি বলেই তাঁকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসল বা প্রকৃত অপরাধী তো কালিঘাটে। তিনি এবং তাঁর গুণধর ভাইপোটির সম্পত্তি এই কয়েক বছরে যে পরিমাণ ফুলে ফেঁপে উঠেছে তার কোনও সীমা পরিসীমাই নেই। বর্তমানে বন্দি পুঙ্গবটির বান্ধবীর দু'টি বাড়িতে যে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন কোটি টাকার সন্ধান রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন তা নেহাতই হিমশৈলের চূড়ামাত্র। একজন মন্ত্রী কতটা বেপরোয়া লুণ্ঠনকারি হলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এত সংখ্যক সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে তা, সাধারণ বুদ্ধিতে উপলব্ধি করা অসম্ভব। রাজ্য শাসনের প্রথম পাঁচ বছরেই এসব হয়েছে। এখনও চলছে।

কোথায় না তার নিজস্ব নামে বেনামে কিংবা তার একাধিক বান্ধবীদের নামে সম্পত্তি একত্রিত হয়েছে তা কে জানে? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনেও আট দশটি বাড়ি চিহ্নিত হয়েছে। 'অপা' নামের এমন সব বাড়িগুলি রাতারাতি গড়ে ওঠে নি। বীরভূমে কয়লা, পাথর, বালি প্রভৃতি বহন বা পাচার করার জন্য একশ'টি ডাম্পার-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। কলকাতা শহর বা শহরতলীতে অগণিত দুর্মূল্য ফ্ল্যাট, বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেছে। ওই ডাম্পারগুলির এক একটির মূল্য নাকি চল্লিশ লক্ষ টাকা। সর্বমোট কত টাকার শুধু ডাম্পার পশ্চিমবঙ্গের পথে চলাচল করছে তা ভেবে ওটা কঠিন। রাজ্যের সর্বত্র পুলিশ প্রশাসন যাঁর সুকঠিন নিয়ন্ত্রণে চলে তিনি অর্থাৎ, 'সুপ্রিমো' কিছুই জানতেন না! এ আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এখনও ইডির তদন্ত চলছে। দিল্লির সঙ্গে সেটিং না হয়ে শেষ পর্যন্ত যদি তদন্ত চলে তাহলে, পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যে, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার, পৌরসভা ও পঞ্চায়েতগুলি সবই লুঠপাটের নিশ্ছিদ্র অধিকার পেয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জীর পরিবর্তনের সরকার এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিল। রাজ্যের কোনও ধরনের মঙ্গল সাধন এই সরকার করে নি। উদ্দেশ্যও ছিল না। রাজ্যটি বিলকুল দেউলিয়ায় পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষ দ্রুতগতিতে তাঁদের অর্থ ও সম্পদ হারিয়েছেন। সারদা, রোজভ্যালি কিংবা নারদা থেকে শুরু তা স্ফীত হতে হতে কোথায় পৌঁছেছে তা বলা কঠিন। অতলস্পর্শী অনৈতিকতার নাম তৃণমূল কংগ্রেস। একটি অতি লাভজনক ব্যবসায়ী সংস্থা।

চরম দুর্নীতি বহুদিন ধরেই চলছে

রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং বর্তমানে এত অভিযোগের পরেও অপসারিত নয়, শুধুমাত্র মন্ত্রীসভার কাজ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত মুখ্যসচিব জানিয়েছেন। 'সুপ্রিমো' এখন ভীত সন্ত্রস্ত যে, বন্দিদশায় চাপে পড়ে সেই পুঙ্গবটি যদি সব ফাঁস করে দেওয়ার পথে যায়, তা হলে কালীঘাটের পরিবারশুদ্ধ সকলেরই জেলখানায় স্থান হবে।

শোনা যায়, কলকাতার হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিট এবং সন্নিহিত অঞ্চলে নাকি প্রায় ত্রিশটি ছোট বড় বাড়ি এখন ব্যানার্জী পরিবারের দখলে। প্রখ্যাত বা কুখ্যাত ভাইপোর সম্পত্তির বহর জানলে তো প্রায় অজ্ঞান হতে হয়। তার এত সম্পদ কোথা থেকে এল? সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক সহ বিভিন্ন দেশের ব্যাংকে নাকি বহু সহস্র কোটি টাকা গচ্ছিত রয়েছে। এখন তো অনেকেই সন্দেহ করছেন কুখ্যাত সুইস ব্যাংকে ভারতীয়দের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ যে মোদীর অপশাসনকালে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার একটি বড় অংশই নাকি 'সুপ্রিমো' বা তাঁর পরিবারের। এসব অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা ভারতের সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দেশে দেশে স্বৈরশাসকদের জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, সকলেই তাদের অপশাসনকালে দেশের অর্থ অকাতরে বিদেশে পাচার করেছে। তাদের পরিবার পরিজন বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছে আর দেশ চরম অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে।

রাজ্যের লোক সাধারণ অতিসঙ্গত কারণে অভিযোগ করতেই পারেন যে, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী না হয় তদন্তের মুখে কিন্তু বর্তমান শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এক দলবদলু নেতা অনৈতিকতার কারবারী কেন এখনও মন্ত্রীসভায়? এই ব্যক্তিটির কন্যার চাকুরি হয়েছিল সম্পূর্ণ অনৈতিক পন্থায়। এতো প্রমাণিত সত্য। সে চাকুরি হারিয়েছে হাইকোর্টের আদেশে।

কলকাতার হাইকোর্টের সুবিচারলব্ধ নির্দেশে সেই কন্যাটি চাকুরি থেকে বরখাস্ত এবং তার অনধিকার প্রাপ্ত শিক্ষিকা জীবনের উপার্জিত সমস্ত অর্থই দুই কিস্তিতে হাইকোর্টে জমা দিতে হচ্ছে। বর্তমান মন্ত্রীকে সরাসরি বরখাস্ত করার দাবি সোচ্চারে উঠলেও 'মহানেত্রী'র তাতে সায় নেই কেন? তিনি কি ভাবছেন যে, বরখাস্ত করতে হলে তো সমগ্র মন্ত্রীসভাই বরখাস্ত করতে হয়! তিনি সহ সবাই দুর্নীতির গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। এটাই তো নেত্রীর 'খেলা' ছিল। ছলনার আশ্রয় নিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গবাসীদের সঙ্গে চূড়ান্ত নোংরা খেলায় অবতীর্ণা। এমন অপকর্মের যথাযোগ্য শাস্তি একমাত্র লোকসাধারণই দিতে পারেন।

'সুপ্রিমো'র সঙ্গে সংঘ পরিবারের অতিঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মোটেই নতুন বা অজানা নয়। সুদূর ২০০৩ সালে জনৈক আর এস এস কর্মী ও সাংবাদিক বলবীর পুঞ্জ দিল্লির ঝান্ডেওয়ালা অফিসে বসে তো তাঁকে স্বয়ং 'মা দুর্গা' বলে অভিহিত করেছিলেন। আর এস এস উগ্র ধর্মান্ধতার প্রচার করে। তারা চরমভাবে মুসলিম বিরোধী। তারা চায় মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের দেশ থেকে বিদায় করতে। সহজে সে কাজ সম্ভব না হলে, নৃশংসপথে গণহত্যা সংগঠিত করতেও পিছপা হবে না। গুজরাতে যা হয়েছিল।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধ্বংস করে হিংস্র হিন্দুত্ববাদী কোনও এক স্বৈরশাসককে দেশের উচ্চতম ক্ষমতায় বসিয়ে এদের প্রার্থিত অবস্থানে পৌঁছাতে আপ্রাণ অপচেষ্টা করে যাচ্ছে সংঘ পরিবার। এখন বিগত প্রায় আট বছর যাবৎ এই অবস্থাই চলছে। যারা প্রতিবাদী তাঁদের জীবন নরক করে দেওয়া চলবে অহরহ। দেশের সংবিধান যা, একান্তভাবে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে না। এই পবিত্র পুস্তকটি ভারতে পুঁজিতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে, সেই সংবিধানকে পর্যন্ত বর্তমান অপশক্তির আধার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় থাকার সুবাদে অক্লেশে ধ্বংস করে চলেছে।

আর এস এস-এর ঘনিষ্ঠ স্যাঙ্গাৎ তৃণমূল কংগ্রেসও বাংলায় একই অপকর্ম করে চলেছে। ২০১১ থেকে 'সুপ্রিমো' যা করেছেন, ২০১৪ থেকে নরেন্দ্র মোদিও ঠিক তাই করে চলেছেন। সুতরাং এই দুই অপশক্তির মধ্যে স্বাভাবিক এবং গভীর গোপন সমঝোতা রয়েছে। উভয়েই আগ্রাসী বিশ্ব পুঁজিবাদের নির্দেশ মতো নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার পক্ষে। বাংলার সুপ্রিমো শ্রমিক শ্রেণির ধর্মঘট করার অধিকার পর্যন্ত লুণ্ঠন করেছেন। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যে কোনও গণআন্দোলন পুলিশ ও গুন্ডা দিয়ে দমন করেছেন।

তৃণমূল কংগ্রেস দলের নেতাদের যে কোনও অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে মোদী-শাহ সরকার বেশ তৎপর। এদের কাছে মার্কসবাদীরা সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। কমিউনিস্টরাই যথার্থ গণতন্ত্রের সাধনা করে। যে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে। তেমন নীতির জন্যই তাঁরা সর্বদা ক্রিয়াশীল। অতএব, তাঁদের রুখতে না পারলে ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তির অনাচার চালিয়ে যাওয়া কদাপি সম্ভব নয়।

তৃণমূল কংগ্রেস দলটিকে একান্তভাবে সেই অপকর্ম চালিয়ে যেতে পূর্ণত সহায়ক বিজেপি বা সংঘ পরিবার। সেই কারণেই এমনকি, ইদানিংকালেও যখন সংঘপরিবারের সর্বোচ্চ নেতা মোহন ভাগবৎ পশ্চিমবঙ্গে তাঁর বিষাক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে হাজির হন তখন, সুপ্রিমো তাঁকে পুষ্প স্তবক পাঠিয়ে স্বাগত করেন।

অদূর অতীতে ইডি বা সিবিআই-এর তদন্ত এবং সত্য উদ্ঘাটন করার প্রক্রিয়াকে মোদি সরকার বারংবার প্রতিহত করেছে। এবারেও 'সুপ্রিমো' অগস্ট মাসের প্রথম দিকেই কোনো না কোনো অছিলায় চারদিনের জন্য দিল্লি যাচ্ছেন। আবার মোদী-শাহ'র সঙ্গে গোপন আঁতাত করে ইডিকে আরও ব্যাপক তদন্তের পথে থেকে সরানোর ব্যবস্থা হয়তো হবে। সমস্বার্থ বিশিষ্ট দুই জনস্বার্থ বিরোধী শক্তি একে অন্যের পরিপূরক। সুতরাং, এমন সন্দেহ অমূলক নয় যে, বর্তমান তদন্ত প্রক্রিয়া শ্লথ হবে এবং অবশেষে স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেই অপচেষ্টা মমতা ব্যানার্জী করবেনেই।

এসব বিষয় স্মরণে রেখে সন্দেহ হয় যে, তাঁর এবং তাঁর পরিবারের স্বার্থে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে বিচ্ছিন্নভাবে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। প্রকৃত সত্য গোপন করে নিজের গভীর অপরাধ গোপন করাই মূল উদ্দেশ্য। তিনি সবটাই জানতেন এবং কোথায় কার কাছে অবৈধ সম্পদ গচ্ছিত আছে তাও জানতেন। তিনি আপাতত আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে চলেছেন যে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী যা করেছেন তার দায় নিতান্তই তার। অতএব, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য রাজ্য শাসনের ক্ষমতা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের অপসারণ। সেটাই আপাতত একমাত্র পথ।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই ও এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগে যে ব্যাপক বা সর্বব্যাপ্ত দুর্নীতি হয়েছে তার তদন্ত করছে। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি তাঁর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মন্তব্য করেছিলেন যে গ্রেপ্তার হওয়া দুর্বৃত্তরা যেন এস এস কে এম হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি হয়ে তদন্ত এড়িয়ে চলতে না পারে। এই কিছুদিন আগে রাস্তায় উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে বলে যে পুঙ্গব জেলা সভাপতি উদ্ধত মন্তব্য করেছিলেন তাঁকে সিবিআই সেভাবে প্রশ্ন করতেই পারেনি।

তিনি পিজি হাসপাতালে ভি আই পিদের জন্য বরাদ্দ উডবার্ন ওয়ার্ডের নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলেন। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নিছক এক প্রহসনে পরিণত করেছেন তৃণমূল 'সুপ্রিমো'। এরাজ্যের সরকারি চাকুরিরত চিকিৎসকদের বস্তুত গৃহভৃত্যের মতো ব্যবহার করছে রাজ্য সরকার। সরকার বা সরকারি দলের প্রয়োজন অনুযায়ী হাসপাতালে তৎক্ষণাৎ ভর্তি হওয়া যাবে। সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন শয্যা নেই জেনে হতাশ হবেন, আতঙ্কিত হবেন। দুর্বৃত্তসম নেতারা নির্বিঘ্নে তদন্ত এড়িয়ে চলবেন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বদান্যতায়।

সমগ্র দেশের শুভবোধসম্পন্ন মানুষদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসক এবং সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিচালকদের ভাবমূর্তি যে কী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তা ভাবতেও লজ্জা বোধ হয়। একের পর এক তৃণমূল নেতা অক্লেশে পি জি হাসপাতালকে অপব্যবহার করে চলেছেন। সদ্য গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বা বর্তমান শিল্পমন্ত্রীও একই অপচেষ্টা করেছিলেন। ইডি আধিকারিকেরা বহু অর্থ ব্যয় করে এয়ার এ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যান ভুবনেশ্বরের এইমস্-এ। সমস্তভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এইমস্ মন্ত্রীমশাইকে হাসপাতালে ভর্তির কোনও প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দেয়। পি জি হাসপাতালের শিক্ষক চিকিৎসকদের মান মর্যাদা কোন স্তরে অবনমিত হল তা নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর কোন্য তাপ উত্তাপই নেই।

রাজ্যের যোগ্য চাকুরিপ্রার্থীদের চরম প্রবঞ্চনা করা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও লুঠেরা দলের অন্যতম বিশেষ নেতা, সেক্রেটারি জেনারেল একা একা এতবড় দুর্নীতি করেছেন বলে মনে করার কোনও যুক্তি নেই। সন্দেহ নেই, 'সুপ্রিমো' সহ তৃণমূলের প্রায় সবাই এই বীভৎস অপরাধ চক্রের শরিক। কেউ দায় এড়াতে পারেন না। কেউ সততার কোন দাবি করতে পারেন না। শুধুমাত্র বান্ডিল বান্ডিল টাকাই নয়। ইডি জানাচ্ছে যে, লক্ষাধিক ডলার (মার্কিন), বেশ কয়েক কিলো সোনা ইত্যাদি মাত্র একজন বান্ধবীর দু'টি বাসগৃহ থেকে পাওয়া গেছে। এই মহিলার তো আরও অনেক স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সেসব স্থানে তো এখনও ইডির গোয়েন্দারা পৌঁছায়নি। আর বান্ধবী নাকি একজনই নয়। তিনি মানে গ্রেপ্তার হওয়া মন্ত্রী তো কলির কেষ্ট! এখনও পর্যন্ত পাঁচজন পরাক্রমশালী বান্ধবীর সন্ধান নাকি পাওয়া গেছে। তাঁদের বাড়িতে হানা দিলে আরও কত সম্পদ উদ্ধার হবে জানা নেই।

শুধুমাত্র জানা যাচ্ছে মন্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতার সুবাদে অনেকে বান্ধবী শিল্পাঙ্গনের পরিবেশ বিশেষভাবে কলুষিত করে চলেছেন দীর্ঘকাল যাবৎ। অনেক অধ্যাপক শিক্ষক ও এইসব বান্ধবীদের যখন তখন চোখ রাঙানিতে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার যে অবনমন ঘটেছে এবং ঘটেই চলেছে তা বেশ কয়েকটি বছর ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের অকল্পনীয় ক্ষতি করে চলেছে। টাকার পাহাড় বা সোনা গয়না ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করে প্রকৃত যোগ্য বঞ্চিত চাকুরিপ্রার্থীদের কিছুটা ক্ষতি সামলানোর চেষ্টা করা সম্ভব। কিন্তু এত শিক্ষার্থীর যে অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে গেল তা সামলাবে কে?

স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে মূল্যবোধের পাঠও নেয়। এইসব বান্ধবীমার্কা অথবা অনৈতিকভাবে নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা কি মূল্যবোধের পাঠ দেবেন? প্রজন্মের এত বিপুল ক্ষয়ক্ষতি তো ইডি কিংবা সিবিআই পূরণ করতে পারবে না। রাজ্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি তা কি তৃণমূল দলের কেউ বুঝবেন? যথাযথ মূল্যবোধহীন মানুষ আর মেরুদণ্ডহীন প্রাণীতে কোনো ফারাক নেই। মেরুদণ্ডহীন প্রাণীরা যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিবাদের পথে চলতে পারে না। তাদের ব্যবহার করে স্থিতাবস্থা যা খুশি করিয়ে নিতে পারে।

মোদী-শাহ বা মমতারা তাই চান। তাঁরা মানুষের মতো মানুষদের পছন্দ করেন না। পিষে মারার অপচেষ্টা করেন। কে বলতে পারে যে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে সেই বৃহত্তর ষড়যন্ত্রই চলছে না, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মননকেও বিকল করা যায়, বিধ্বস্ত করে স্তাবকে পরিণত করা যায়!

এই মানবিক বোধ ধ্বংসকারী বৃহত্তর ষড়যন্ত্র যারা করে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেই মানবিক সত্ত্বাকে বাঁচানোর চেষ্টা বামপন্থীদের প্রধান কর্তব্য।

রাজ্যবাসী এই চোরেদের মন্ত্রীসভার পতন চায়

এর পর ৮ পাতায়

বিপ্লবী প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত

বাংলার অগ্নিযুগকে জানতে হলে বাংলার স্বদেশী যুগ, বাংলার বিপ্লব যুগকেই বুঝতে হবে। দেশপ্রাণতার ত্যাগ তিতিক্ষা তপস্যার অগ্নিশুদ্ধ যুগকেই অগ্নিযুগ বলে আমরা জানি।

প্রথম যুগে বাংলার বিপ্লবীরা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঈশ্বর সেবার অঙ্গরূপে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে যুক্তির কষ্টিপাথরে আদর্শকে বিচার করে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়েছিল। প্রগতিশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশও একদিনে হয়নি। সময়ের সঙ্গে একটু একটু করে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের চরিত্র বদল হয়েছে। প্রথম যুগের বিপ্লবী চিন্তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী সময়ের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যে কয়েকজন বিপ্লবী এই দুই যুগসন্ধিক্ষণের সেতুরূপে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম বিপ্লবী প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী। পূর্ববঙ্গের চাঁদপুরের নিকটবর্তী চালতাবাড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৯৪ সালে তাঁর জন্ম হয়। পিতা মহিমচন্দ্র গাঙ্গুলী। অল্প বয়সেই প্রতুলচন্দ্র অনুশীলন সমিতির নারায়ণগঞ্জ শাখায় যোগ দেন। প্রতুলচন্দ্র উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান হলেও গ্রামবাংলার কৃষক সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যন্ত্রণা তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত তাঁর মনে এই প্রশ্ন জাগতো স্বাধীনতার পরে এই শ্রেণির মুক্তির পথ কি? গ্রাম্য জীবনের জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, অকালবৈধব্য, সমুদ্র যাত্রায় বাধা প্রভৃতি কুসংস্কারগুলিকে নির্মূল করার জন্যও তিনি বহু চেষ্টা করতে থাকেন। নারায়ণগঞ্জে সমিতিতে বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে শুরু করেন ছোট বয়েস থেকেই। প্রতুলচন্দ্র লাঠি খেলাও শিখেছিলেন।

মানিকতলা বোমা মামলার পরেই বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন সরকারের কোপের মুখে পড়ল। অনুশীলন সমিতি বেআইনি ঘোষিত হল। সমিতির সকলেই গ্রেপ্তার হলেন। এই ক্রান্তিকালীন সময়ে নারায়ণগঞ্জে সমিতির হাল ধরলেন প্রতুলচন্দ্র,রজনীশ রায়, সীতানাথ দাস, গুণেন্দ্র সেন, আদিত্য দত্ত প্রমুখরা।

নারায়ণগঞ্জে প্রতুলচন্দ্র অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। এম ডেভিড কোং-এর ম্যানেজার মরগ্যান সাহেবের বাংলো থেকে কিছু অস্ত্র সংগৃহীত হলো। জার্মানী থেকে রিভলবার আনার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রতুলচন্দ্রের সহপাঠী ব্রজবল্লভ দাস গ্রেপ্তার হন।

বিপ্লবী ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে একযোগে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মাটির পাড়া গ্রামে একটি গোপন অস্ত্রাগার সংগঠিত করতে গিয়ে কয়েকজন কর্মী ধরা পড়েন। অল্পের জন্য রক্ষা পান প্রতুলচন্দ্র। ১৯০৯ সালে রাজেন্দ্রপুরে একটি ট্রেন ডাকাতি হয় এবং নারায়ণগঞ্জ সহ বিভিন্ন অঞ্চল পুলিশের নজরে এলো। ১৯১১ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সে প্রতুলচন্দ্র ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ডাকাতি ও অত্যাচারী অফিসারদের প্রাণদন্ড দেওয়ার কাজ চলছিল।

১৯১১ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন প্রতুলচন্দ্র। ১৯১৪ সালে ধরা পড়ে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন। দ্বীপান্তরের আগেই প্রতুলচন্দ্র ঘর ছেড়ে অনুশীলনের সর্বক্ষণের কর্মী হয়েছেন। নলিনী ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি, মণীন্দ্র ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চ্যাটার্জি, নলিনী ঘোষ সহ প্রত্যেকের সঙ্গে কাজ করছিলেন। কলকাতার বাদুড়বাগান রো'র বস্তিতে একটা ঘরে চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়ের কাছে থাকতেন। এই খানেই প্রতুলচন্দ্র বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সাহচর্যে আসেন। মতিলাল রায়ের কাছে থাকার সুবাদেই শ্রীশ ঘোষ, রাসবিহারী বসু, মণীন্দ্র নায়েক, অরুণ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাযতীন), নলিনী দত্ত, রামেশ্বর দে প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে বৈপ্লবিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য জন্মে।

কলকাতায় এসে সুশীল ঘোষ একটা অফিস খুলেছিলেন এবং রাসবিহারী বসু প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন। তখন রাসবিহারী, প্রতুলচন্দ্র, ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী, অমৃত হাজরা প্রমুখরা সারাদিন একসঙ্গে কাটাতেন।

১৯১৫ সালে সারা ভারত জুড়ে বিপ্লবের আয়োজন করছেন রাসবিহারী, প্রতুলচন্দ্রের উপর দায়িত্ব পড়ল উত্তর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে দেখা করার জন্য কাশী যাওয়ার। প্রতুলচন্দ্র কাশী গেলেন এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে কাজ শুরু করলেন। প্রতুলচন্দ্র তাঁর বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, কলকাতার বাদুড়বাগানের রো'র ঘরে রিভলবার ঠিক করার সময় রাসবিহারীর আঙুল জখম হওয়ার স্মৃতি ভাসত চোখের সামনে। এই ঘটনা তাঁকে মানসিকভাবে অনেক দৃঢ়চেতা করে দিয়েছিল।এরপরেই পুলিশের গোয়েন্দা হরিপদকে হত্যার ভার রাসবিহারী তাঁর উপর দেন এবং তিনি সফলভাবে এই কাজ করেন।

১৯১৫ সালে রাসবিহারী পরিকল্পিত সারা দেশব্যাপী বিপ্লব পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে রাসবিহারী পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দেশ ছেড়ে জাপানে চলে যান। দেশের ভেতর শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড়। বহু বিপ্লবীর ফাঁসি ও দ্বীপান্তর হয়। এই সময় প্রতুলচন্দ্র ধরা পড়েন।

বিচারে প্রতুলচন্দ্রের জেল হয়। প্রথমে বরিশাল ষড়যন্ত্র (সম্পূরক মামলায়) নিম্ন আদালতে প্রতুল গাঙ্গুলীর দশ বৎসর দ্বীপান্তরের সাজা হয়। বিচারাধীন বন্দী অবস্থায় রাজশাহী জেলে প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে একত্রে কারাবাস করছিলেন পূর্ববঙ্গের অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীবৃন্দ। যোগেশ চ্যাটার্জী, পূর্ণ দাস, গিরীন ব্যানার্জী, রবি সেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ আচার্য চৌধুরী, ভূপেন দত্ত, ভূপতি মজুমদার প্রমুখ। ঘটনাক্রমে দেশবন্ধুর আইনি লড়াইয়ে রমেশ চৌধুরী এবং প্রতুল গাঙ্গুলী কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে মুক্তি পান। কিন্তু মুক্তির আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। প্রেসিডেন্সী জেল, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে প্রতুল গাঙ্গুলীকে রাজশাহীতে বদলি করা হয়েছিল।

১৯২৪ সালে আন্দামানের দ্বীপান্তর পর্ব শেষ হওয়ার পর প্রতুল গাঙ্গুলী তাঁর বিপ্লবী সহযোদ্ধা শচীন সান্যাল, যোগেশ চ্যাটার্জী, নরেন্দ্রমোহন সেন প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শুধু তাই নয় কারাবাসকালে যোগেশ চ্যাটার্জীর সঙ্গে প্রতুল গাঙ্গুলীর ব্যক্তিগত সখ্যের বন্ধন উদারনৈতিক মানবিক মূল্যবোধে উন্নীত হয়েছিল। দুজনেই কমিনটার্নের ভারপ্রাপ্ত নেতা এম এন রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে সশস্ত্র গণবিপ্লবের পরিকল্পনা গ্রহণের পথ অন্বেষণ করছিলেন।

প্রতুল গাঙ্গুলী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে যোগেশ চ্যাটার্জী সহ বহু বিপ্লবীকে অনুপ্রাণিত এবং অনুশীলন সমিতির উচ্চতর স্তরে অবস্থানের কারণে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তরুণ সহযোদ্ধাদের মাধ্যমে ফলপ্রসূ করে তুলতেন। তাঁদের সংগঠনের 'মন্ত্রগুপ্তি'র শপথের জন্য ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টার ইতিহাস এখনও স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও অজ্ঞাত রয়েছে।

প্রতুল গাঙ্গুলি এস এ ডাঙ্গের সম্পাদনায় সোসালিস্ট পত্রিকা সহ দেশ বিদেশের বিপ্লবী ইতিহাস পড়তে যোগেশ চ্যাটার্জী সহ তরুণ বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি যোগেশকে প্রথমে বোম্বাইতে শ্রমিক সংগঠন শক্তিশালী করার দায়িত্ব অর্পণ করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে প্রতুল গাঙ্গুলী উত্তরপ্রদেশে সংগঠনের প্রসারের লক্ষ্যে যোগেশ চ্যাটার্জীকে ইউ পিতে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেন।

১৯২৩ সালে বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় শচীন সান্যালের মুক্তির পর এদেশের বিপ্লবী সংগঠনের ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়।

ঢাকায় প্রতুল গাঙ্গুলীর সাথে আলাপ আলোচনার পর যোগেশ চ্যাটার্জী কুমিল্লায় ফিরে ত্রৈলক্য চক্রবর্তী এবং উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ নেতা শচীন সান্যালের সঙ্গে ইউ পি-তে অনুশীলন সমিতির বহু শাখা গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।

ইউ পি র সংগঠনের নাম অনুশীলন সমিতিই থাকবে কিনা বা নতুন কোনো নাম দেওয়া হবে সে বিষয়ে নেতৃত্বের মধ্যে কিছু মতান্তর থাকলেও মহারাজের (ত্রৈলক্য চক্রবর্তী) মধ্যস্থতায় হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান আর্মি নামটিই মনোনীত হয়। অবশেষে ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবেরিয়া মহকুমার ভোলাচাউ গ্রামে অনুশীলন সমিতিরই একটি স্বতন্ত্র সংগঠন প্রতুল গাঙ্গুলী, নরেন্দ্রমোহন সেন, যোগেশ চ্যাটার্জী এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যালের উপস্থিতিতে ত্রৈলক্য চক্রবর্তীর উপদেশক্রমে বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশে বিপ্লবী সংগঠন রূপে গঠিত হয়। সুতরাং ভগৎ সি, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ বিপ্লবী তরুণদের একটি বিপ্লবী সংগঠনের একটি ছাতার তলায় এনে গণবিপ্লবের প্রকল্প রচনায় প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আন্দামান জেলে বহু নির্যাতন ভোগ করার পরেও পুলিশ তাঁর থেকে কোনো কথা প্রকাশ করাতে পারেনি। ১৯২৪ সালে মুক্তি লাভের পর পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯২৮ পর্যন্ত তৎকালীন ব্রহ্মদেশের ইনসিন জেলে প্রেরিত হন। ১৯২৯ সালে তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে বিনাবিচারে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত আটক থাকেন। ১৯৩৯ সালে পূর্ববঙ্গ মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন কেন্দ্র থেকে এমএলএ নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে পুনর্বার গ্রেপ্তার হয়ে নিরাপত্তা আইনে বন্দী হন। এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জেলে অনশন করে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেই মুক্তি পান। এরপর সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক থাকেন।

জেলে বসেই প্রতুলচন্দ্র সমাজবাদ আধুনিক দর্শন চিন্তার উপর বহু রচনা ও গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁর লেখা ''বিপ্লবীর জীবনদর্শন'' গ্রন্থে দুইটি যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের অসামান্য চিত্র ধরা পড়ে।

শারদীয় 'গণবার্তা' আগামী সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়

— ঃ সম্ভাব্য লেখকসূচি ঃ —

আশীষ লাহিড়ি, তুষার চক্রবর্তী, প্রলয় চৌধুরী, যশোধরা রায়চৌধুরী, দিলীপ গোস্বামী, তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী, চন্দন সেন, গৌতম রায়, কমলেন্দু ধর, পার্থসারথি দাশগুপ্ত, মৃন্ময় সেনগুপ্ত, রতন খাসনবিশ, এনাক্ষী মজুমদার, কিন্নর রায়, অশোক ঘোষ, প্রমথেশ মুখার্জী, ভগীরথ মিশ্র, সন্তোষ সাহা, অনিল ঘোষ, আনসারউদ্দিন, মো. লতিফ, নিমাই দত্তগুপ্ত, অমর মিত্র, নলিনী বেরা, অনিল আচার্য, আশিস সান্যাল, অমল কর, তাপস মিত্র, রমেশ পুরকায়স্থ, পার্থ রাহা প্রমুখ।

দাম ঃ আনুমানিক ১৫০ টাকা

আপনার জেলায় কত কপি লাগবে তা অগ্রিম জানাতে অনুরোধ করছি। পত্রিকার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অগ্রিম টাকা দিতে অনুরোধ করছি।

—স. ম., গণবার্তা

'শারদীয় গণবার্তা'র প্রকাশ সম্ভব করতে আগামী সংখ্যা থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ থাকবে এ জন্য আমরা দুঃখিত।

—স. ম., গণবার্তা

Vol. 70 Issue No. 19 শনিবার ৩০ জুলাই, ৬ আগস্ট ২০২২ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com
গণবার্তা

রাজ্যের শাসকদল তস্কর ও দুর্বৃত্তদের দখলে...

৬-এর পাতার পর

মমতা ব্যানার্জী মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তিত্ব। চার চারটি মন্ত্রক পরিচালনার কুশীলব। একদা শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তৃণমূল কংগ্রেসে নামক রাজনৈতিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মহাসচিব। মমতা ব্যানার্জীর একান্ত অনুগত সদা তৎপর ব্যক্তি এখন অথৈ জলে।

২০১১ সালে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচারের ওপর নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতা নীতিহীন বাকসর্বস্ব একটি তথাকথিত রাজনৈতিক দল দখল করে। তারপর দীর্ঘ অনেক বছর যাবৎ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত ধরনের শিক্ষাঙ্গনগুলির সার্বিক পরিসর বিধ্বস্ত করার অপকর্মে জড়িত হন বর্তমানে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত এবং এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টোরেট বা ইডি'র গারদে বন্দি স্ফীতোদর ব্যক্তিটি। ছাত্রছাত্রীদের মন মানসিকতা সংস্কৃতিবোধকে কলুষিত করে বিপথগামী করতে যে সব পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছিল বা এখনও চলমান। এসব এই রাজ্যের সামাজিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে অনপনেয় ক্ষতির মুখে ফেলে দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে এ লজ্জা সকলের মাথা হেঁট করেছে। বিশ্বজুড়ে মানুষ নিন্দায় সোচ্চার। কস্মিনকালেও এমন ঘোর দুর্দিন এ রাজ্যের ইতিহাসে দেখা যায়নি। ২০১১ সালে কোনও কোনও তথাকথিত শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মানুষও মনে করেছিলেন দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশিকাল যাবৎ বামপন্থীদের একাধিপত্য খতম হওয়া জরুরি। কোনো কোনো বামপন্থী পুঙ্গবও ভেবেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের দৌরাত্ম্য সহ্যাতীত হয়ে উঠেছে। তাঁরা এখন কি ভাবছেন জানা নেই। একাংশ এখনও তাঁদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপহীন।

মমতা ব্যানার্জীর দলটির কোনও নির্দিষ্ট এবং ঘোষিত রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। কোনও ঘোষিত নীতি বা আদর্শ নেই। যখন যেমন, তখন তেমনভাবে চলার প্রবণতাই মুখ্য। সুতরাং এই ধরনের একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে ব্যবহার করে নিজেদের মহৎ আদর্শের উদ্‌যাপন সম্ভব। এমন কথা বোধ হয় কোনও বামপন্থী দল বা গোষ্ঠী ভেবেছিলেন। বামফ্রন্ট চলেছে ঘোষিত কর্মসূচি এবং আদর্শ অনুসারে। তাদের সঙ্গে কোনও এদিক ওদিক করার পরিসর অতি সীমিত। অতএব মমতা ব্যানার্জীর পক্ষে অবস্থান নিতে বেশ কিছু ধরনের তথাকথিত বামপন্থীরাও উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন। বেশ কিছুসংখ্যক বিজ্ঞাপিত বুদ্ধিজীবী বলে কথিত মানুষেরাও এমন মনে করেছিলেন। ২০২১-এর নির্বাচনে অনেক বিরূপ অভিজ্ঞতার পরেও একাংশ বামপন্থী 'নো ভোট টু' করে তৃণমূলে পক্ষালম্বন করেন। তাঁরা এখন কী ভাবছেন জানি না।

জুলাই মাসের শেষে লক্ষ করা গেল যে কী ভয়ানক এক অপশক্তি পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক পরিমণ্ডলকে চূড়ান্ত ভাবে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। প্রথমাবধিই এই পরিস্থিতি ছিল। নিত্যনতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। সারদা রোজভ্যালির মতো চিটফান্ডগুলির হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে অগণিত গরিব মানুষের সমূহ সর্বনাশ ঘটানো তৃণমূল কংগ্রেস দলটি অর্থবলে এবং পেশি শক্তিতে বামপন্থীদের সহস্র যোজন পিছনে ফেলে দিয়ে রাজ্যের শাসনক্ষমতা দখল করেছিল। সারদা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ রোধ করতে দুর্বৃত্তদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জী। রাজ্যের সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের অর্থ অকাতরে ব্যয় করে সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই তদন্ত বানচাল করার অপচেষ্টা করেছিল তৃণমূল সরকার। তার পরেও যখন সুপ্রিম কোর্টের রায় চোর ও দুর্বৃত্তদের পক্ষে গেল না তখনই, মমতা ব্যানার্জী দ্বিতীয় পথ সন্ধানে দিল্লিশ্বর নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে 'ডিল' করে এই তদন্ত যেন ধীর গতিতে চলে তার সুচারু ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। সাফল্যও পান। বাংলার বিজেপি দলটির সঙ্গে কৌশলগত বিরোধিতা থাকলেও সংঘপরিবারের উদ্দেশ্যসাধনে মমতা ব্যানার্জী সর্বধরনের সহায়তা দিয়ে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। বাস্তবে সংঘ পরিবারের বিষাক্ত দূষণের কর্মসূচি দুর্দমগতিতে পশ্চিমবঙ্গে চলতে থাকে। চিটফান্ডের তদন্ত এবং বৃহত্তর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সিবিআই প্রায় নীরবতা অবলম্বন করেই চলে। তখনকার মতো তৃণমূল কংগ্রেস বেঁচে যায়। এখনও বেঁচে আছে।

কোনও সন্দেহ নেই যে, চিটফান্ডের লুণ্ঠিত অর্থরাশি, তার পরিমাণ ২০ থেকে ৩০ হাজার কোটি এবং এর সিংহভাগই রাজ্যের গ্রামীণ অঞ্চলের অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত পরিবারের। তাদের অর্থ ফিরিয়ে দেবার কোনও ইতিবাচক কাজই সিবিআই অদ্যাবধি করে উঠতে পারেনি। দীর্ঘ প্রায় আট বছরেরও বেশি সময় যাবৎ বহু ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও অসংখ্য দরিদ্র মানুষ প্রতারিত হয়েই রয়েছেন। তাদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত বিপুল অর্থরাশি মমতা ব্যানার্জীর নির্বাচনী প্রচারে অকাতরে ব্যয়িত হয়েছে।

বেশ কয়েকজন তৃণমূলী নেতা, তাঁদের মধ্যে একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ গ্রেপ্তার হয়ে ভুবনেশ্বরে বা অন্যত্র কারাগার বা হাসপাতালে নিশিযাপন করেছেন। কিন্তু, প্রকৃত অর্থে চোর ধরার কাজ ব্যাহত হয়েই রয়েছে। চোরেরা বহাল তবিয়তে নাচগান করেই চলেছে। সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন কয়েক লক্ষ দরিদ্র মানুষ। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেই চলেছে। কোনও সুরাহা হয়নি। পরপর দুবার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের পরে বিষয়টিই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। অনেকের মনেও নেই হয়তো বা।

একথা উল্লেখ করাও বাহুল্য যে, চোরেদের সরকারের 'সুপ্রিমো' একবারের জন্যও রাজ্যের গ্রামীণ ক্ষেত্রে অগণিত প্রবঞ্চিত মানুষের জন্য সহানুভূতি পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি। মনে পড়ে 'সারদা', 'রোজভ্যালির' অঢেল দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ্যে আসার পর তিনি বলে দিয়েছিলেন 'যা গেছে, তা গেছে'। অর্থাৎ লুণ্ঠিত হতভাগ্য মানুষগুলির পক্ষে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি মানিয়ে নেওয়াই বিধেয়। তাদের বিচার পাওয়ার অধিকার অস্বীকৃত হয়েছে। আজও তাই চলছে। সারদা কর্তা বা রোজভ্যালির কর্তারা কারাগারে বন্দি থাকলেও তাদের লুটের অর্থ সিবিআই চিহ্নিত করে বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে বিতরণের কোনও ব্যবস্থাই করতে পারেনি। বাগাড়ম্বরই সার।

দিল্লির সরকারের সঙ্গে গোপন আঁতাতই এই মহান গণতান্ত্রিক দেশে সর্বশক্তিমান বলে প্রমাণিত সত্য। আর যেসব দু কান কাটা তৃণমূলী নেতারা দীর্ঘকাল অসুস্থতার ভান বা ভনিতা করে কারাগার বাস এড়িয়ে নামী হাসপাতালের পাঁচতারা চিকিৎসা পেয়েছিলেন, তাঁরা আবার মমতা ব্যানার্জীর অপার দাক্ষিণ্যে কেউ সাংসদ হয়েছেন আবার কেউ মন্ত্রী বা বিধায়ক হয়ে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে বুক ফুলিয়ে ঘোরাফেরা করছেন। একজন অবশ্য পাপের বোঝা মাথায় নিয়েই মারা গেছেন।

প্রথমবার নির্বাচিত হবার পরেই মমতা ব্যানার্জীর সরকার এমন প্রত্যক্ষ দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়বারের বিধানসভা নির্বাচনের কিছুকাল আগেই নারদা 'স্টিং অপারেশন'। তৃণমূলের নামী মন্ত্রী ও সাংসদরা এমনকি কলকাতা পৌর নিগমের প্রধান বা শহরের প্রথম নাগরিক পর্যন্ত টেলিভিশনের পর্দায় পরিষ্কার দেখা গেল নিজ হস্তে তোয়ালে জড়িয়ে অঢেল অর্থগ্রহণ করে সরকারি কাজে বরাত পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। সুপ্রিমোর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কিঞ্চিৎ বিহ্বলতাগ্রস্ত কিংবা হতচকিত। তিনি বলেছিলেন, আগে জানতে পারলে এই সব অভিযুক্তদের নির্বাচনে দাঁড়াতেই দিতেন না। তারপরেই তিনি সামলে উঠেছিলেন। যেই সংস্থাটি এমনসব আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত তৃণমূলী নেতাদের ছবি তুলেছিল, তার কর্তার বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান চলতে শুরু করে। চরম অনৈতিকার পক্ষে দাঁড়ালেন সততার অলীক দাবি করা স্বয়ং 'সুপ্রিমো'। এক্ষেত্রেও সিবিআই তদন্ত শুরু হল। আবার তিনি দৌড়ে গেলেন দিল্লিশ্বরের সন্নিকটে। হয়তো বোঝালেন যে, তাঁর দল বিপাকে পড়লে বিজেপি'র চরম শত্রু বামপন্থীরা আবার পশ্চিমবঙ্গে সুবিধাজনক অবস্থায় চলে আসবে। মোদীর কর্পোরেট কোম্পানিগুলির কাছে যে দায়বদ্ধতা তা, ক্ষুণ্ণ হবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দেবে। অতএব, সি বি আই তদন্ত যেন ঢিমেতালে চলে। তিনি বেশ দায়িত্ব নিয়েই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপি'র বেশ কয়েকজন সাংসদ নির্বাচিত হবার সুযোগ করে দিতে বিশেষ প্রচেষ্টা নেবেন।

মোদীর প্রকল্প তো ভারত শাসনের। তিনি তো সংঘপরিবারের স্বপ্ন সফল করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং বাংলা থেকে বেশ কয়েকজন বিজেপি প্রার্থীকে জিতিয়ে আনতে পারলে ভারতীয় সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করাও সম্ভব। সুতরাং তৃণমূলীদের বিপাকে ফেলা রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে অপরিপক্কতাই হবে। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সহায়তায় অবিশ্বাস্য ভাল ফললাভ করে বিজেপি। বামপন্থীরা এক ভয়ঙ্কর সাঁড়াশির চাপে সংসদে শূন্য হয়ে পড়ে। সুপ্রিমো এবং মোদীর এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হয়। সুনীতির কোনও বালাই বহন করা এই দুটি দলেরই অপছন্দ। যে করেই হোক্ আদানি আম্বানিদের বিপুলতর মুনাফা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করাই তাঁদের একমাত্র পবিত্র কর্ম। মোদী নিষ্কণ্টক হলেন সংসদে। বাংলার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উধাও হল। আর তৃণমূলীরাও সিবিআই-এর তদন্তমূলক খেলায় প্রবল দুর্নীতি করেও নিরুপদ্রব হয়ে বহাল তবিয়তে রাজ্যের সর্বনাশ করার অপকর্মে ব্যাপৃত রইল।

মাত্র বছর ষোলোর একটি রাজ্য সরকার যে কতটা ক্ষতি করতে পারে তা হয়তো অনেকে কল্পনা করতেও পারেন নি। বলা ভাল তাঁদের বিশ্লেষণী ক্ষমতার দৈন্য এত বিপুল যে, তাঁরা ভাবতেও পারেন নি বা এখনও ভাবতে দ্বিধান্বিত যে, এই দেড় দশক সময়কালের মধ্যে বাংলার মূল্যবোধ ও সমুন্নত নৈতিকতা আজ পূর্ণত অবনমিত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত। অদ্ভুত এক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে বাংলার সমাজ সংস্কৃতির মর্মবস্তু। এটা প্রায় খতম। মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করে, লোভ দেখিয়ে নানা নামের 'শ্রী' দক্ষিণা দিয়ে বাংলার মানুষের প্রতিবাদী সত্ত্বাকে পর্যন্ত অবদমিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তৃণমূল 'সুপ্রিমো'। ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে সেই ভীতিকর দায়িত্ব তিনি পালন করেই চলেছেন। বর্তমান সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় সবাই কলঙ্কিত। কেউ বেশি, কেউ কম। কেউ ধরা পড়েছে অথবা কেউ পড়ে নি। পুরো দলটিই গভীর পাপে নিমজ্জিত।

আমরা কী করবো?

ব্যাপক দুর্নীতির তদন্ত কতটা দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হবে তার ওপর এ রাজ্যের ভবিষ্যত যদি এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে তা, বাঁচানো হয়তো সম্ভব। বর্তমান শাকসদল একান্তভাবে সংকটদীর্ণ পুঁজিবাদের অনুপ্রেরণায় সাধারণ মানুষের ন্যূনতম মূল্যবোধ ধ্বংস করে রাজনীতি সম্পর্কেই চরম অনীহা সৃষ্টি করে চলেছে। এমন ব্যাপক দুর্নীতির প্রকাশ রাজ্যের অগণিত যুবক যুবতীকে হতাশার চরম অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করেছে। সামান্য কিছু আর্থিক সহায়তা যা, গভীর সমস্যার কোনও সমাধান করতে সমর্থ হতে পারে না, তাকেই সরকারের বদান্যতা বলে প্রচার করে চলেছে।

এ রাজ্যে সিন্ডিকেট ব্যবসা, তোলাবাজি বালি পাথর কয়লা পাচারের চরম অপকর্মে বহুসংখ্যক যুবক যুবতীকে পাপ কাজে জড়িয়ে ফেলেছে। নৈতিক অধঃপতন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে গেলেই পুলিশ প্রশাসন এবং গ্রামে গ্রামে সংগঠিত দুর্বৃত্তের দল সক্রিয় হয়ে উঠছে। কত সংখ্যক বামপন্থী নেতা কর্মীকে বিগত কয়েক বছরে হত্যা করা হয়েছে তা, হিসেব করাও কঠিন। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি চরম দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত। ২০১৭ সালে অতীব নৃশংসতার সঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ধ্বংস করার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে এক ভয়ঙ্কর দুষ্টচক্রের নিয়ন্ত্রণে গ্রামীণ বিকাশ কর্মসূচিগুলি বিকৃত করা হচ্ছে। প্রতিবাদ করতে গেলেই অত্যাচারের মুখে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।

অনেক সময় মনে হয়, ১৯৭২-৭৭ পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র নিধনের যে কর্মকাণ্ড চলেছিল তা, গ্রামীণ বাংলায় এত সাংঘাতিক প্রভাব বিস্তার করেনি। শহর এবং শহরতলীর পরিস্থিতি বিকৃত হয়েছিল। আধাফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস শহরগুলিতে যুবমানসকে আক্রমণ করলেও তা মানুষের সামাজিক মূল্যবোধকে আজকের মতো বিধ্বস্ত করে ফেলেনি বা পারেনি।

সেই সময় নয়া উদারবাদী সর্বগ্রাসী ব্যবস্থার প্রচলন ঘটেনি। সুতরাং, সাধারণ মানুষকে শ্রেয়বোধের অনুসন্ধান থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। বলা ভাল, এভাবে সামাজিক মূল্যবোধগুলি আক্রান্ত হয়নি। তাছাড়া, সেই সময় যিনি বাংলায় আধাফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার অধিনায়ক প্রয়াত সিদ্ধার্থ শংকর রায় ব্যক্তিগত জীবনে আর যাই হোক, দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন না। এখনকার সুপ্রিমোর মতো বোধহীন দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত ছিলেন না।

স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান অতি জটিল ও করুণ পরিস্থিতি থেকে রাজ্যকে মুক্ত করা রাতারাতি সম্ভব হবে না। যত অনাচার চলছে সবকিছুর প্রতিবিধান অতটা সহজে কখনোই সম্ভব হবে না। আশা করা অন্যায় নয় যে, মার্কসবাদী উন্নত মননসম্পন্ন যে সব বামপন্থীরা প্রতিনিয়ত সমস্ত কলুষ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সমর্থ হয়েছেন তাঁদের সম্মিলিত বা ঐক্যবদ্ধ শক্তি এ রাজ্যকে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলির নিরসনে যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন। কোনও শর্টকাট পন্থায় রাজ্য প্রশাসনের মুখ্য ঘাঁটিতে আঘাত হানাও সহজ নয়। সারা রাজ্যে দুর্বৃত্তকুল যে সুবিধা পেয়ে চলেছে তা প্রত্যাখ্যান করবে না। শুধু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির সহৃদয় কার্যক্রমের ওপরেও বেশি ভরসা রাখা যায় না। আইন আদালতও একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর আর অগ্রসর হতে পারবে না বলেই মনে হয়। অতএব, দিগন্তবিস্তৃত জঙ্গি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিঘাতেই বর্তমান অনৈতিক ও সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী অপব্যবস্থার অবসান ঘটাতে ঐকান্তিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

এই লক্ষ্যে গতানুগতিকতা পরিহার করে পরিশ্রমসাধ্য পথে জনসংযোগ বাড়াতে হবে। বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করে এবং গণতান্ত্রিক পথে সামূহিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতেই হবে।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-